জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন

জেলার উন্নয়নের প্রবণতা মাপার সবথেকে গু(ত্বপূর্ণ ল(ণ (indicator) হ'ল জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (ডি.ডি.পি.)। একটি জেলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে (এক বছরে বা একটি আর্থিক বছরে) উৎপাদিত সমগ্র দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্য হ'ল জেলার মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (এস.ডি.পি.) বললে যা বোঝায় তারই বিকেন্দ্রীকৃত সংস্করণ জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন।

বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার গু(ত্ববৃদ্ধির সাথে সাথে এস.ডি.পি. এবং ডি.ডি.পি. নিয়মিত নির্ধারণ করার প্রয়োজনও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে তথ্যের অপ্রতুলতা রাজ্য এবং জেলা উভয় স্তরেই আছে।

তাই অনেক (ে ত্রেই আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অর্থমূল্য নির্ধারণ করার জন্য বিকল্প ল(ণ গ্রহণ করতে হয়। যেমন সেবা(ত্র বা তৃতীয় (ে ত্রের উৎপাদনের অর্থমূল্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করতে হয় পরিষেবা মূলক শিল্পগুলিতে নিয়োগ সংত্র(ান্ত তথ্য। সারণী-৫.২৩ এ চলতি মূল্য এবং ১৯৯৩-৯৪ এর মূল্যস্তরে ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০০-০১ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার মোট ডি.ডি.পি. এর পরিমাণ দেওয়া হয়েছে। সারণী-৫.২৪ এ দেওয়া হ'ল রাজ্য ও মুর্শিদাবাদ জেলার নীট ডি.ডি.পি. (Net.D.D.P.)।

সারণী-৫.২৩
রাজ্য ও জেলার মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (কোটি টাকায়)

আর্থিক	চলতি মূল্যে		৯৩-৯৪ এর মূল্যস্তরে	
বৎসর	রাজ্য	জেলা	রাজ্য	জেলা
১৯৯৩-৯৪	৫৩৪২৪.১৪	৩০৯০.৪৫	৫৩৪২৪.১৪	৩০৯০.৪৫
১৯৯৪-৯৫	৬২০৩১.৫৮	৩৫৫৫.৪৬	৫৭০৫৯.৮১	৩৩১৩.৯৭
১৯৯৫-৯৬	৭৩৮৬৪.৬১	৪৪১৪.৬৭	৬১২৮৯.৮২	৩৫৯০.৮০
১৯৯৬-৯৭	৮২০৭৫.৪১	৫০৪৭.৪৪	৬৫৫৬২.১৩	৩৯৪২.৬৭
১৯৯৭-৯৮	৯৭৯৬৬.৪০	৫৯৩৮.৫৭	৭০৯৭১.২৯	৪২৩০.২৩
১৯৯৮-৯৯	১১৫৫১৬.০২	৭০৬৫.৫০	৭৫৪৮২.৭৪	৪৫০৩.১৮
১৯৯৯-০০	১২৭৯৩৩.০৩	৭৯৯৩.৪৮	৮০৮৯৮.১০	৪৮৩৯.১৭
২০০০-০১	১৪০২৩২.৩৪	৮২৩৩.১৭	৮৫৯২৯.১১	৪৯৫৪.৭৭

সূত্র ঃ এস্টিমেট্স অব্ স্টেট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অব্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ১৯৯৩-৯৪ টু ২০০০-২০০১

সারণী -৫.২৪
রাজ্য ও জেলার নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (কোটি টাকায়)

	চলতি মূল্যে			৯৩-৯৪ এর মূল্যস্তরে		
সাল	রাজ্য	জেলা	শতাংশ	রাজ্য	জেলা	শতাংশ
১৯৯৩-৯৪	৪৮৩৯৭.৬৩	২৮৯৮.৯২	৫.৯৯	৪৮৩৯৭.৬৩	২৮৯৮.৯২	৫.৯৯
১৯৯৪-৯৫	৫৬২৬৪.৭১	৩৩৩৩.২৪	৫.৯২	৫১৭৬১.২৬	৩১০৮.২৫	৬.০১
১৯৯৫-৯৬	৬৭১৩৫.৫৫	৪১৪২.৮৮	৬.১৭	৫৫৬৩০.৮৩	৩৩৬৩.৯৪	৬.০৫
১৯৯৬-৯৭	৭৪৪২২.১৫	৪৭৪৪.৫৯	৬.৩৮	৪৯৪৯৫.৯৯	৩৭০৩.০৪	৬.২২
১৯৯৭-৯৮	৮৯৫৯৪.৬২	৫৬১৪.৭৭	৬.২৭	৬৪৪৮৩.৬১	৩৯৮০.৪৯	৬.১৭
১৯৯৮-৯৯	১০৬১৬৯.৫২	৬৭০৪.৭৫	৬.৩২	৬৮৫৯৮.৩৮	৪২৩২.১৭	৬.১৭
১৯৯৯-০০	১১৭৫০৭.৪১	৭৫৮৫.৪৪	৬.৪৬	৭৩৬০৯.২১	৪৫৫৪.৫৫	৬.১৯
২০০০-০১	১২৮৩৮৬.৮৫	৭৭৮৩.৬৩	৬.০৬	৭৮১০৮.৩৪	৪৬৫৪.৯৯	৫.৯৩

সূত্র ঃ এস্টিমেট্স অব্ স্টেট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অব্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ১৯৯৩-৯৪ টু ২০০০-২০০১

সারণী-৫.২৩ এ দেখা যাচ্ছে আলোচ্য সময়কালে চলতি মূল্যে এস.ডি.পি. ও ডি.ডি.পি. বৃদ্ধি পেয়েছে যথাত্র(মে ১৬২ শতাংশ ও ১৬৬ শতাংশ হারে। অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার রাজ্যের তুলনায় সামান্য বেশী। অন্যদিকে নির্দিষ্ট ভিত্তিবর্ষ (১৯৯৩-৯৪) এর মূল্যস্তরে এস.ডি.পি. এবং ডি.ডি.পি. উভয়ই ৬০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী- ৫.২৪ এ দেখা যাচ্ছে আলোচ্য সময়কালে চলতি মূল্যে নীট এস.ডি.পি. ও মুর্শিদাবাদের নীট ডি.ডি.পি. বর্ধিত হয়েছে যথাত্র(মে ১৬৫ শতাংশ ও ১৬৮ শতাংশ হারে। মুর্শিদাবাদের নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন রাজ্যের তুলনায় বেশী হওয়াতে রাজ্যের মোট উৎপাদনে মুর্শিদাবাদের অবদানও বেড়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে রাজ্যের নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে মুর্শিদাবাদের অবদান ছিল ৫.৯৯ শতাংশ, ২০০০-০১ সালে তা সামান্য বেড়ে হয়েছে ৬.০৬ শতাংশ। অন্যদিকে ১৯৯৩-৯৪ এর মূল্যস্তরে নিরূপিত রাজ্য ও জেলার নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার কিছুটা ভিন্ন। দেখা যাচ্ছে ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ১৯৯৯-০০ সাল পর্যন্ত রাজ্যের নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৫২ শতাংশ। ঐ সময়ে নীট ডি.ডি.পি. বৃদ্ধির হার ৫৭ শতাংশ। এ সময়কালে নীট এস.ডি.পি.তে মুর্শিদাবাদের অংশ ৫.৯৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬.১৯ শতাংশ। কিন্তু পরের এক বছরে নীট এস.ডি.পি. ৬.১১ হারে বৃদ্ধি পেলেও মুর্শিদাবাদের ডি.ডি.পি. বেড়েছে মাত্র ২.১৯ শতাংশ হারে। সম্ভবত ২০০০ সালের প্রলয়ংকরী বন্যার ফলে যে ব্যাপক (তি হয় তার ফলেই উৎপাদনের পরিমাণ এত কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ঐ বছরে এস.ডি.পি.তে জেলার অবদানও কমেছে।

সারণী-৫.২৫ ও সারণী-৫.২৬ এ যথাত্র(মে চলতি মূল্যে ও ৯৩-৯৪ এর মূল্যস্তরে উৎস অনুযায়ী জেলার নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের উৎস অনুযায়ী নীট ডি.ডি.পি.র শতকরা বিভাজন দেখানো হয়েছে সারণী-৫.২৭ ও সারণী-৫.২৮এ।

সারণী-৫.২৫
উৎস অনুযায়ী নীট জেলা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (চলতি মূল্যে)

আর্থিক বৎসর	কৃষি	বনসম্পদ	মৎস্যচাষ	খনি/উত্তোলন	কারখানা/উৎপাদন নিবন্ধীত	কারখানা/উৎপাদন অনিবন্ধীত	নির্মাণ	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬ ক)	(৬ খ)	(৭)	(৮)
১৯৯৩-৯৪	১১৫২৫৮	৩৫০১	১১৫৫৭	২২৬	৫৫০৬	৩৭৮২৫	১২৮৩৪	২০৫
১৯৯৪-৯৫	১৩৪০৩০	৩৮০৭	১২৯৯৬	২২২	৫৩৬৩	৪১৭৮৪	১৪২৫৭	১১০৭
১৯৯৫-৯৬	১৬৯৩৪২	৪৭০০	১৬০১১	২২৭	৬৮৬০	৫৩৪১৬	১৭৫৬০	১২৫৪
১৯৯৬-৯৭	১৯৪৭৭	৫৮১৭	১৭৭০৮	৩৭	২৬১১	৬৬৭৩৬	১৯০৬৬	১২৮৬
১৯৯৭-৯৮	২৩০৭৩২	৭৫২৭	১৯৯১৮	১২	৩০৮০	৭৩৪৯৯	২৭৩৫১	১২৩৬
১৯৯৮-৯৯	২৭৩৭৯৬	৮৩৩৫	২০৭৫৪	২২	৩৪৯০	৮৩৬৮২	৩৩৫৮৮	১২০৮
১৯৯৯-০০	৩০৩৭৬৭	৭৮২৩	১৭১১৩	১১	৩১৭১	১০৩৩৩৫	৪১২০০	১৫৮৮
২০০০-০১	২৭০৭৬১	৮৪৫১	২০৪০৭	৫৩	৩৫৬৩	১১৩৩৭৪	৫০৬০৭	১৮৩৪

আর্থিক বৎসর	পরিবহণ রেলপথ	পরিবহণ অন্য পরিবহণ	যোগাযোগ	ব্যবসা, হোটেল রেঁস্তোরা	ব্যাঙ্কিং ও বীমা	রিয়াল এস্টেট	জনপ্রশাসন	অন্যান্য সেবা	মোট
(১)	(৯ ক)	(৯ খ)	(৯ গ)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)
১৯৯৩-৯৪	৯১১	৬১৪৮	১৪৯৬	৩৬৫২৭	১৪৪৪৬	১৮৭২০	৮৮৫৯	১৫৬৭০	২৮৯৮৯২
১৯৯৪-৯৫	১০৯১	৭০৫৭	১৭৬১	৪২৩৮৪	২০১০২	২০৩১৬	৯৫০৭	১৫৫৪০	৩৩৩৩২৪
১৯৯৫-৯৬	১০২৪	৮৫২৬	২২৬৯	৫১৯১৩	২৭২৩২	২১৭৬০	১১৬০০	২০৫৯৫	৪১৪২৮৮
১৯৯৬-৯৭	১০২৭	৯৮৮৫	২৯১৯	৬৪৬৭৪	২৮১৬৭	২২৭২১	১২৬৮২	২৪৩৬৩	৪৭৪৪৫৯
১৯৯৭-৯৮	১০৫৭	১১৭৬২	৩০০২	৭৮৯৩৪	৩৫৬৮৬	২৫৬১৯	১৫১৬৩	২৬৮৯৯	৫৬১৪৭৭
১৯৯৮-৯৯	৯৮৯	১৪০৮৫	৩৯০২	৯১৩০৪	৪৯৩৩৭	২৮৯৯১	১৯৮৮১	৩৪১১২	৬৭০৪৭৫
১৯৯৯-০০	১১১৯	১৪৫০৩	৩৯৫২	৯৫৩২৪	৬০০৩৬	৩৫৯৬৪	২৫৮৪৮	৪৩৬৯০	৭৫৮৫৪৪
২০০০-০১	১১৫১	১৫১৯০	৪৮০১	৯৭৫২১	৭৪৯১৮	৪১১৩০	২৮৯৩৫	৪৫৬৬৭	৭৭৮৩৪৩

সূত্র ঃ এস্টিমেট্স অব্ স্টেট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অব্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ১৯৯৩-৯৪ টু ২০০০-২০০১

সারণী-৫.২৬

উৎস অনুযায়ী নীট জেলা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (১৯৯৩-৯৪ এর মূল্যস্তরে)

আর্থিক বৎসর	কৃষি	বনসম্পদ	মৎস্যচাষ	খনি/উত্তোলন	কারখানা/উৎপাদন নিবন্ধীত	কারখানা/উৎপাদন অনিবন্ধীত	নির্মাণ	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬ ক)	(৬ খ)	(৭)	(৮)
১৯৯৪-৯৫	১২৫৮৬৭	৩৫৫৪	১১৭০২	১৬১	৫৩৫৫	৩৮৬২৫	১৩৭৪৬	১০৫৫
১৯৯৫-৯৬	১২৯৬১৩	৩৬৭৪	১২৯৯৯	১৬৯	৫৯১০	৪৬২২৭	১৫১৫০	১১১৩
১৯৯৬-৯৭	১৪২৮৩২	৩৬৪১	১৩৪৮৭	২৭	২৫৩৭	৫৪৪৬৭	১৬১৯০	১০৭১
১৯৯৭-৯৮	১৫২৪৭৩	৩৭২৭	১৩৫৭৭	১০	৩০২৯	৫৮০১২	১৭১৮৭	১০৩০
১৯৯৮-৯৯	১৫৪৪১৩	৩৮৬৬	১৪১৭০	১৭	৩২৫০	৬০০৯৪	১৭৭১৭	১০৩৮
১৯৯৯-০০	১৬০৪৪২	৩৯৫১	১০৮০৪	৮	৩১৫৮	৬৮০৯৫	১৮৯৮০	১১৮৫
২০০০-০১	১৪৭১৮১	৪০৩২	১১৩৬৬	৮	৩৩৩৪	৬৮২৩২	২০১৫০	১৩১৪

আর্থিক বৎসর	পরিবহণ রেলপথ	পরিবহণ অন্য পরিবহণ	যোগাযোগ	ব্যবসা, হোটেল রেঁস্তোরা	ব্যাঙ্কিং ও বীমা	রিয়াল এস্টেট	জনপ্রশাসন	অন্যান্য সেবা	মোট
(১)	(৯ ক)	(৯ খ)	(৯ গ)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)
১৯৯৪-৯৫	৯২৫	৬৩৮৯	১৬৩৩	৩৯১৮৮	১৮২৮৯	১৯২৩৪	৮৮৪২	১৬২৬০	৩১০৮২৫
১৯৯৫-৯৬	৯১৭	৬৬৯৭	২১২০	৪১৩১৩	২২৮৮৯	১৯৭৫৬	৯৮৬০	১৬৯৮৭	৩৩৬৩৯৪
১৯৯৬-৯৭	৯২০	৭৫৪২	২৭২৭	৪৯৯৪৪	২৬৮০১	২০০৯৭	১০১৩৩	১৭৮৮৫	৩৭০৩০৪
১৯৯৭-৯৮	৭৮৮	৮৫৬৭	২৭৭৮	৫৭৯১৫	২৭৩৮৫	২১৮৮০	১১৪৫১	১৮২৩০	৩৯৮০৪৯
১৯৯৮-৯৯	৮৫১	৯৩৩৫	৩৫০৫	৫৮৮৭১	৩৭৯৬৮	২২৭০৫	১৫৪৩৫	১৯৯৭৯	৪২৩২১৭
১৯৯৯-০০	৯৪৪	১০২৫১	৩৯২১	৬৭৯৩৫	৪২৬২৯	২৩৭৯৪	১৮৫৫৬	২০৮০২	৪৫৫৪৫৫
২০০০-০১	৯৫৫	১১০৬৫	৪৬০৯	৭৫৭৮২	৫১৫১৭	২৫০৯৫	১৯৪১৩	২১৪৪৬	৪৬৫৪৯৯

সূত্র ঃ এস্টিমেট্স অব্ স্টেট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অব্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ১৯৯৩-৯৪ টু ২০০০-২০০১

সারণী-৫.২৭

উৎপাদন ৎ(ত্র ও উৎস অনুযায়ী নীট জেলা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (চলতি মূল্যে)

আর্থিক বৎসর	কৃষি	বনসম্পদ	মৎস্যচাষ	খনি/উত্তোলন	প্রাথমিক ৎ(ত্র	কারখানা/উৎপাদন নিবন্ধীত	কারখানা/উৎপাদন অনিবন্ধীত	নির্মাণ	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭ ক)	(৭ খ)	(৮)	(৯)
১৯৯৩-৯৪	৩৯.৭৬	১.২১	৩.৯৯	০.০৮	৪৫.০৪	১.৭৩	১৩.০৫	৪.৪৩	০.৩১
১৯৯৪-৯৫	৪০.২১	১.১৪	৩.৯০	০.০৭	৪৫.৩২	১.৬১	১২.৫৩	৪.২৮	০.৩৩
১৯৯৫-৯৬	৪০.৮৮	১.১৩	৩.৮৭	০.০৫	৪৫.৯৩	১.৬৬	১২.৮৯	৪.২৪	০.৩০
১৯৯৬-৯৭	৪১.০৫	১.২৩	৩.৭৩	০.০১	৪৬.০২	০.৫৫	১৪.০৭	৪.০২	০.২৭
১৯৯৭-৯৮	৪১.০৯	১.৩৪	৩.৫৫	০.০০	৪৫.৯৮	০.৫৫	১৩.০৯	৪.৮৭	০.২২
১৯৯৮-৯৯	৪১.২৮	১.২৪	৩.১০	০.০০	৪৫.৬২	০.৫২	১২.৪৮	৫.০১	০.১৮
১৯৯৯-০০	৪০.০৫	১.০৩	২.২৬	০.০০	৪৭.৭৩	০.১২	৪.৪৪	৪.৫৬	০.৩৩
২০০০-০১	৩৪.৭৯	১.০৯	২.৬২	০.০১	৩৮.৫১	০.৪৬	১৪.৫৬	৬.৫০	০.২৩

আর্থিক বৎসর (১)	অপ্রধান ক্ষেত্র (১০)	পরিবহণ রেলপথ (১১ক)	অন্য পরিবহণ (১১খ)	যোগাযোগ (১১গ)	ব্যবসা, হোটেল রেঁস্তোরা (১২)	ব্যাঙ্কিং ও বীমা (১৩)	রিয়াল এস্টেট (১৪)	জন প্রশাসন (১৫)	অন্যান্য সেবা (১৬)	মোট সেবাক্ষেত্র (১৭)
১৯৯৩-৯৪	১৯.৫২	০.৩১	২.১২	০.৫২	১২.৬০	৪.৯৮	৬.৪৬	৩.০৫	৫.৪০	৩৫.৪৪
১৯৯৪-৯৫	১৮.৭৫	০.৩০	২.১২	০.৫৩	১২.৭২	৬.০৩	৬.০৯	২.৮৫	৫.২৬	৩৫.৯৩
১৯৯৫-৯৬	১৯.০৯	০.২৫	২.০৬	০.৫৫	১২.৫৩	৬.৫৭	৫.২৫	২.৮০	৪.৯৭	৩৪.৯৮
১৯৯৬-৯৭	১৮.৯১	০.২২	২.০৮	০.৬১	১৩.৬৩	৫.৯৪	৪.৭৯	২.৬৭	৫.১৩	৩৫.০৭
১৯৯৭-৯৮	১৮.৭৩	০.১৯	২.১০	০.৫৩	১৪.০৬	৬.৩৬	৪.৫৬	২.৭০	৪.৭৯	৩৫.২৯
১৯৯৮-৯৯	১৮.১৯	০.১৫	২.১০	০.৫৮	১৩.৬২	৭.৩৬	৪.৩২	২.৯৭	৫.০৯	৩৬.১৯
১৯৯৯-০০	৯.৪৫	০.১৫	১.৯১	০.৫২	১২.৫৭	৭.৯১	৪.৭৪	৩.৪১	৫.৭৬	৩৬.৯৭
২০০০-০১	২১.৭৫	০.১৫	১.৯৫	০.৬২	১২.৫৩	৯.৬২	৫.২৮	৩.৭২	৫.৮৭	৩৯.৭৪

সূত্র ঃ এস্টিমেট্স অব্ স্টেট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অব্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ১৯৯৩-৯৪ টু ২০০০-২০০১

সারণী-৫.২৮

উৎপাদন ক্ষেত্র ও উৎস অনুযায়ী নীট জেলা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (১৯৯৩-৯৪ এর মূল্যস্তরে)

আর্থিক বৎসর (১)	কৃষি (২)	বনসম্পদ (৩)	মৎস্যচাষ (৪)	খনি/উত্তোলন (৫)	প্রাথমিক ক্ষেত্র (৬)	কারখানা/উৎপাদন নিবন্ধীত (৭ ক)	কারখানা/উৎপাদন অনিবন্ধীত (৭ খ)	নির্মাণ (৮)	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ (৯)
১৯৯৪-৯৫	৪০.৪৯	১.১৪	৩.৭৭	০.০৫	৪৫.৪৫	১.৭২	১২.৪৩	৪.৪২	০.৩৪
১৯৯৫-৯৬	৩৮.৫৩	১.০৯	৩.৮৭	০.০৫	৪৩.৫৪	১.৭৬	১৩.৭৪	৪.৫১	০.৩৩
১৯৯৬-৯৭	৩৮.৫৭	০.৯৮	৩.৬৪	০.০১	৪৩.২০	০.৬৮	১৪.৭১	৪.৩৭	০.২৯
১৯৯৭-৯৮	৩৮.৩০	০.৯৪	৩.৪১	০.০০	৪২.৬৫	০.৭৬	১৪.৫৭	৪.৩২	০.২৬
১৯৯৮-৯৯	৩৬.৪৯	০.৯১	৩.৩৫	০.০০	৪০.৭৫	০.৭৭	১৪.২০	৪.১৯	০.২৪
১৯৯৯-০০	৩৫.২৩	০.৮৭	২.৩৭	০.০০	৩৮.৪৭	০.৬৯	১৪.৯৫	৪.১৭	০.২৬
২০০০-০১	৩১.৬১	০.৮৭	২.৪৪	০.০০	৩৪.৯২	০.৭২	১৪.৬৬	৪.৩৩	০.২৮

আর্থিক বৎসর (১)	অপ্রধান ক্ষেত্র (১০)	পরিবহণ রেলপথ (১১ক)	অন্য পরিবহণ (১১খ)	যোগাযোগ (১১গ)	ব্যবসা, হোটেল রেঁস্তোরা (১২)	ব্যাঙ্কিং ও বীমা (১৩)	রিয়াল এস্টেট (১৪)	জন প্রশাসন (১৫)	অন্যান্য সেবা (১৬)	মোট সেবাক্ষেত্র (১৭)
১৯৯৪-৯৫	১৮.৯১	০.৩০	২.০৬	০.৫৩	১২.৬১	৫.৮৮	৬.১৯	২.৮৪	৫.২৩	৩৫.৬৪
১৯৯৫-৯৬	২০.৩৪	০.২৭	১.৯৯	০.৬৩	১২.২৮	৭.১০	৫.৮৭	২.৯৩	৫.০৫	৩৬.১২
১৯৯৬-৯৭	২০.০৫	০.২৫	২.০৪	০.৭৪	১৩.৪৯	৭.২৪	৫.৪৩	২.৭৩	৪.৮৩	৩৬.৭৫
১৯৯৭-৯৮	১৯.৯০	০.২০	২.১৫	০.৭০	১৪.৫৫	৬.৮৮	৫.৫০	২.৮৮	৪.৫৮	৩৭.৪৪
১৯৯৮-৯৯	১৯.৪০	০.২০	২.২১	০.৮৩	১৩.৯১	৮.৯৭	৫.৩৬	৩.৬৫	৪.৭২	৩৯.৮৫
১৯৯৯-০০	২০.০৭	০.২১	২.২৫	০.৮৬	১৪.৯২	৯.৩৬	৫.২২	৪.০৭	৪.৫৭	৪১.৪৬
২০০০-০১	১৯.৯৯	০.২০	২.৩৮	০.৯৯	১৬.২৮	১১.০৭	৫.৩৯	৪.১৭	৪.৬১	৪৫.০৯

সূত্র ঃ এস্টিমেট্স অব্ স্টেট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অব্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ১৯৯৩-৯৪ টু ২০০০-২০০১

সারণী-৫.২৯
রাজ্য ও জেলার মাথাপিছু আয়

আর্থিক	চলতি মূল্যে		৯৩-৯৪ এর মূল্যস্তরে (টাকায়)	
বৎসর	রাজ্য	জেলা	রাজ্য	জেলা
১৯৯৩-৯৪	৬৭৫৫.৯৫	৫৭৮৮.৬৭	৬৭৫৫.৯৫	৫৭৮৮.৬৭
১৯৯৪-৯৫	৭৭১১.৩০	৬৫১৫.৮৫	৭০৯৪.০৮	৬০৭৬.০৪
১৯৯৫-৯৬	৯০৪১.১২	৭৯২৮.১০	৭৪৯১.৮৬	৬০৩৭.৪৭
১৯৯৬-৯৭	৯৮৫৬.৯৮	৮৮৮৮.৪৭	৭৮৮০.০৫	৬৯৩৭.২৪
১৯৯৭-৯৮	১১৬৮১.৬৩	১০২৯৭.২৮	৮৪০৭.৫৮	৭৩০০.০৭
১৯৯৮-৯৯	১৩৬৪১.০৩	১২০৩৭.৪৬	৮৮১৩.৭৬	৭৫৯৮.২৮
১৯৯৯-০০	১৪৮৯৪.১৫	১৩৩৩১.৯৯	৯৩৩০.০২	৮০০৪.৯৭
২০০০-০১	১৬০৭২.২৬	১৩৩৯২.৩৯	৯৭৭৮.০৯	৮০০৯.৩০

সূত্র ঃ এস্টিমেট্স অব্ স্টেট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অব্ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৯৩-৯৪ টু ২০০০-২০০১

রাজ্য ও জেলার মাথাপিছু আয় সংত্র(ান্ত তথ্য দেওয়া হ'ল সারণী-৫.২৯ এ। দেখা যাচ্ছে প্রতি বছরই, চলতি মূল্যে বা ৯৩-৯৪এর মূল্যস্তরে রাজ্যের তুলনায় মুর্শিদাবাদ জেলার মাথাপিছু আয় অনেক কম। এই সময়কালে চলতি মূল্যে রাজ্য ও জেলার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার যথাত্র(মে ১৩৭ শতাংশ ও ১৩১ শতাংশ। অন্যদিকে এ সময়ে ৯৩-৯৪ এর মূল্যস্তরে রাজ্য ও জেলার মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি হয়েছে যথাত্র(মে ৪৪ শতাংশ ও ৩৮ শতাংশ হারে। অর্থাৎ জেলার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারও রাজ্যের তুলনায় কম।

মানব উন্নয়ন সূচক

গত কয়েক দশক ধরে আর্থসামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণে বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ১৯৮৫ সাল থেকে জেলা পরিকল্পনা রচনা বাধ্যতামূলক হয়েছে। বস্তুত, সার্বিক উন্নয়নের একক হিসাবে অধুনা জেলাকে গ্রহণ করা হচ্ছে।

১৯৬১ সালের জনগণনার পর ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল বিভিন্ন আর্থসামাজিক তথ্যের ভিত্তিতে উন্নতির মাত্রা অনুযায়ী দেশের জেলাগুলির শ্রেণীবিন্যাস করেন। সেখানে উন্নয়নের ৩৫টি ল(ণের ভিত্তিতে জেলাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী বিষয়ক সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউ.এন.ডি.পি.) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে মানব উন্নয়নের দৃষ্টিতে পরিমাপ করেছেন। এজন্য ইউ.এন.ডি.পি. সম-গু(ত্বের তিনটি উন্নয়ন বিষয় বেছে নিয়েছেন। বিষয় তিনটি হল ঃ ১) দেশের বা ভূ-খণ্ডের জনপ্রতি আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও পরিষেবা জাত বার্ষিক আয়, ২) বয়স্ক সা(রতা হার ও ছাত্র অনুপাত এবং ৩) জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ু। এই বিষয়গুলি যথাত্র(মে জীবনযাত্রার মান, শি(া ও স্বাস্থ্যের প্রতীক, অর্থাৎ ইউ.এন.ডি.পি-র দৃষ্টিভঙ্গীতে কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য আয় নয়, নীরোগ জীবন, জানার আলোকে আলোকিত জীবন যাপনের সুযোগ লাভ মানব উন্নয়নের গু(ত্বপূর্ণ মাপকাঠি।

এই বিচারে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা মানব উন্নয়নের কোন ধাপে আছে তা নির্ধারণের জন্য বহু সরকারী ও বেসরকারী বি(-ষণ ও আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা ও গবেষক ইউ.এন.ডি.পি. নির্ধারিত কাঠামোর মধ্যে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন চলক (Variables) নির্বাচন করেছেন, তার ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলার মানব উন্নয়ন সূচকাঙ্ক নির্ধারণ করেছেন ও জেলাগুলির শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। এ ধরণের দুটি গবেষণার সারসং(প এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে তা জেলার অর্থনৈতিক প্রবণতার আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বলে। প্রথমটি গৃহীত হয়েছে শ্রী সচ্চিদানন্দ দত্ত রায়ের 'মানব উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গের জেলা চিত্র' নামে প্রকাশনা থেকে। দ্বিতীয়টি রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে অধ্যাপক বি(েজিৎ চ্যাটার্জী ও দিলীপ কুমার ঘোষের 'ইন সার্চ অব্ এ ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স' গবেষণাপত্র থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রী দত্ত রায়ের বিচার্য ১৯৯১ ও তার নিকটবর্তী বছরগুলির সংখ্যাতত্ত্ব। তাঁর আলোচনায় মূল বিভাগ ৮টি। বিন্যাসের ত্র(ম অনুসারে এই আটটি বিভাগ বা উন্নয়ন সূচকের সাথে সং(-ষ্ট বিষয়গুলি হল ঃ — ১) জনসংখ্যার রূপ, ২) স্বাস্থ্যহীনতা ও

চিকিৎসার সুযোগ ৩) শি(ার মান ও সুযোগ ৪) শ্রমশক্তি(৫) কৃষি, গোপালন ইত্যাদি ৬) খনি, শিল্প (বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সহ) ও নির্মাণ, ৭) পরিষেবা ৮) আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও পরিষেবাজাত আয়।

শ্রী দত্ত রায় এই প্রতিটি উন্নয়ন বিষয় বিভাগের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়ার জন্য প্রতিটি বিভাগে নির্বাচন করেছেন অনেকগুলি প্রাসঙ্গিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক চলক। এমন চলকের মোট সংখ্যা শতাধিক। প্রত্যেক বিষয়-ভিত্তিক বিভাগের অর্ন্তভুক্ত(সামাজিক ও অর্থনৈতিক চলকগুলির রাজ্য ও জেলা ভিত্তিক মান সংকলিত হ'ল সারণী- ৫.৩০ এ।

জেলাগুলির মানব উন্নয়ন সূচক নির্ধারণের জন্য পৃথক ভাবে স্বাস্থ্য, শি(া ও জীবনযাত্রার মান এই তিনটি উন্নয়ন ল(্যের পৃথক সূচকাঙ্ক হিসাব করেছেন শ্রী দত্তরায়। স্বাস্থ্যের সূচক নির্ধারণের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে নবজাতকের অন্তত এক বছর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা। শি(া সূচক নির্ধারণের জন্য নির্ভর করা হয়েছে বয়স্ক সা(রতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শি(ায়তনে ছাত্রভর্তি এই দুটি চলকের মানের ওপর। আর জীবনযাত্রার মান সূচক নির্ধারণে বিবেচিত হয়েছে মাথাপিছু আয়। এই তিনটি সূচকাঙ্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে সম্মিলিত সূচকাঙ্ক।

১৯৯১ সময়কালীন মানব উন্নয়ন সূচকমানের ভিত্তিতে শ্রী দত্ত রায় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন — নিম্ন, নিম্নমধ্য, উচ্চমধ্য ও উচ্চ মানব উন্নয়ন শ্রেণীভুক্ত(জেলা। শ্রী দত্ত রায়ের বি(-ষণজাত সূচকাঙ্ক অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থান নিম্ন মানব উন্নয়ন শ্রেণীতে। ঐ শ্রেণীভুক্ত(অন্য তিনটি জেলা হল মালদহ, পূর্বতন পশ্চিম দিনাজপুর ও কোচবিহার। সম্মিলিত সূচকাঙ্ক অনুসারে ঐ তিনটি জেলার তুলনায় অবশ্য মানব উন্নয়নে মুর্শিদাবাদ অগ্রণী। তবে শি(াসূচক ও জীবনযাত্রার মান সূচক (বা আয় সূচক) অনুসারে মুর্শিদাবাদের স্থান কোচবিহার জেলার পরে।

সারণী- ৫.৩০

জেলার মানব উন্নয়ন সূচক নির্ণয় সম্পর্কিত চলক

বিভাগ	ত্র(. নং	বিষয়	সময়কাল	রাজ্য	জেলা
ক)		**জনসংখ্যার রূপ**			
	১)	আয়তন (বর্গ কি.মি.)		৮৮,৭৫২	৫,৩২৪
	২)	জনসংখ্যা	১৯৯১	৬,৮০,৭৭,৯৬৫	৪৭,৪০,১৪৯
			২০০১	৮,০২,২১,১৭১	৫৮,৬৩,৭১৭
	৩)	প্রতি বর্গ কি.মি- তে অধিবাসী সংখ্যা	১৯৯১	৭৬৭	৮৯০
	৪)	জনসংখ্যা বৃদ্ধি (শতাংশ)	১৯৬১-৯১	১৫৯	১৭৬
			১৯৯১-০১	১৭.৮৫	২৩.৭
	৫)	প্রতি হাজার পু(ষে নারীর সংখ্যা	১৯৯১	৯১৭	৯৪৫
			২০০১	৯৩৪	৯৫২
	৬)	১৫ - ১৯ বছর বয়সী নারীর মধ্যে বিবাহিতার সংখ্যা	১৯৮১	৩৭.৫	৪৭.৪
	৭)	ক) ১৫-৪৯ বছর বয়সী হাজার মহিলা পিছু ০-৬ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা	১৯৯১	৭১১	৯৩১
		খ) হাজার ব্যক্তি(- মধ্যে ০-৬ বছর বয়সী শিশু সংখ্যা	১৯৯১	১৭০	২১০
	৮)	পরনির্ভরতা সূচক ঃ ১৫ - ৫৯ বছর বয়সী হাজার লোক প্রতি অপ্রাপ্তবয়স্কের (০-১৫ বছর) ও প্রবীণের (৬০ বছর বা তার বেশী) সংখ্যা	১৯৯১	৭৪৫	৮৯৫
	৯)	মোট জনসংখ্যায় শহরবাসীর শতাংশ	১৯৯১	২৭.৫	১০.৪
	১০)	মোট জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে			
		ক) তপসিলী জাতি	১৯৯১	২৩.৬২	১৩.৪০
		খ) তপসিলী উপজাতি	১৯৯১	৫.৫৯	১.৩০
		গ) ধর্মীয় সংখ্যালঘু - মুসলমান	১৯৯১	২৩.৬১	৬১.৩৯
		ঘ) ধর্মীয় সংখ্যালঘু - অন্যান্য	১৯৯১	১.৬৭	০.২২

বিভাগ ত্র(. নং বিষয়		সময়কাল	রাজ্য	জেলা
	১১) বন, কলাবাগান, চা-বাগিচা ও বিবিধ গাছ আবৃত জমির আয়তনিক সমানুপাত (শতাংশে)	১৯৯৪-৯৫	১৭.৭১	৬.০১
খ)	**স্বাস্থ্যহীনতা ও চিকিৎসার সুযোগ**			
	১) পূর্ণমাত্রায় বিকলাঙ্গ (সম্পূর্ণ অন্ধ, চলৎশক্তি(হীন, মূক), (ল(জনে)	১৯৮১	১৮৫	২২৮
	২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রোগাত্র(াস্ত ছাত্র (শতকরা)	জুলাই ১৯৯৬		
	ক) রক্ত(াল্পতা		২১.০	১২.৭
	খ) ত্রি(মি		২৫.৯	১২.৭
	গ) রাতকানা		৩.২	২.৬
	ঘ) দৃষ্টি-দোষ / ত্রুটি		৩.৬	২.৭
	ঙ) আয়োডিন অভাব		০.২৬	০.০৭
	চ) কানে পুঁজ		৫.৭	৫.৬
	ছ) দাঁতের সমস্যা		২৪.৪	১৭.৭
	জ) খোস		৮.৩	৫.০
	ঝ) চর্ম(ত		২.৭	২.৭
	এ() অন্যান্য		৯.১	৫.৪
	প্রতি শত ছাত্রে রোগী সংখ্যা		১০৪	৬৮
	৩) হাজার অধিবাসী - প্রতি সংখ্যা	১৯৯১		
	ক) যক্ষ্মা রোগী		৯.৮	৫.৬
	খ) কুষ্ঠ রোগী		৩.০	২.৮
	গ) ম্যালেরিয়া আত্র(াস্ত		০.৬	০.০
	ঘ) কঠিন উদরাময় জাতীয় রোগে আত্র(াস্ত		২.৯	১.০
	ঙ) আর্সেনিক রোগ লক্ষ্মণ যুক্ত(	১৯৯৪	১৪.৫ (তিন জেলা বাদ)	১৪.৮
	চ) সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার অধিক আর্সেনিক যুক্ত(জল (প্রতি লিটারে ০.০৫ মি.গ্রা) পান করেন১৯৯৪	৭৩.০	৭৮.১	
	৪) ক) সরকারী হাসপাতলে শয্যাপিছু জনসংখ্যা	১৯৯৩	১০১৮	১৫৬৬
	খ) আয়তনের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে (বনভূমি বাদে) সরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের (হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লিনিক ও ডিস্‌পেনসারি একত্রে) সংখ্যা	১৯৯৩	৯.৮	৬.১
	গ) চিকিৎসার সামান্যতম সুযোগ সুবিধাহীন গ্রাম (শতাংশে)	১৯৯১	৭২.৭	৫৫.১
	ঘ) পানীয় জল সংকটমুক্ত(গ্রামীণ জনসংখ্যা (শতাংশে)	২০০০	৭০.৬	৭৫.৯
	৫) ক) শিশুমৃত্যুর হার (হাজার নবজাতক পিছু)	১৯৮১	৯৫	১০৪
	শিশুমৃত্যুর হার (হাজার নবজাতক পিছু)	১৯৯১	৬৭	৭৪
	খ) শিশু মৃত্যুর হার (হাজার নবজাতক পিছু)			
	গ্রাম	১৯৯১	৭২	৭৬
	শহর	১৯৯১	৫০	৫৬

বিভাগ	ত্র(. নং	বিষয়	সময়কাল	রাজ্য	জেলা
		গ) শিশুমৃত্যুর হার (হাজার নবজাতক পিছু) পুত্র	১৯৯১	৬৫	৭৪
		কন্যা	১৯৯১	৬৯	৭৫
	৬)	হাজার নবজাতকের মধ্যে ৫ বছর বেঁচে থাকেনা	১৯৯১	৮৮	১২০
গ)		**শি(ার মান ও সুযোগ**			
	১)	সা(রতা হার (শতাংশে)	১৯৯১		
		ক) ৭ বছর ও তদুর্ধ বয়সীদের সাধারণ সা(রতার হার		৫৭.৭০	৩৮.২৮
		খ) ঐ, গ্রামাঞ্চলে		৫০.৫০	৩৫.৫২
		গ) ঐ, শহরে		৭৫.২৭	৬০.৮০
		ঘ) ঐ, পু(ষ		৬৭.৮১	৪৬.৬২
		ঙ) ঐ, নারী		৪৬.৫৬	২৯.৫৭
		চ) ঐ, প্রাপ্তবয়স্কদের (১৫ বছর ও তদুর্ধ বয়সী)		৫৫.৯	৩৬.৩
		ছ) সাধারণ সা(রতা হার (৭বছর ও তদুর্ধ বয়সীদের)	২০০১	৬৯.২২	৫৫.০৫
	২)	৫ বছর ও তদুর্ধ বয়সীদের শতাংশ	১৯৮১		
		ক) সা(র কিন্তু মাধ্যমিক পাশ নয়		৩২.৮৪	২১.৩২
		খ) মাধ্যমিক বা তদুর্ধ পরী(া উত্তীর্ণ		৮.১০	৩.৫৭
	৩)	ক) মোট জনসংখ্যার ছাত্র সমানুপাত (শতাংশে)			
		(প্রাঃ বিদ্যালয়) (কলকাতা বাদে)	১৯৯৩-৯৪	১০.৪০	৯.৯১
		প্রাথমিক উত্তর সর্বপ্রকার শি(ালয়ে (কলকাতা বাদে)		৭.১৪	৫.২৬
		খ) ৭-১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ছাত্র সমানুপাত (শতাংশে)	১৯৯৩-৯৪	৬১.৪০	৫০.৬৩
	৪)	পাঠরত হাজার ছাত্র পিছু ছাত্রী সংখ্যা	১৯৯৩-৯৪		
		ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে		৮৩৮ (কলকাতা বাদে)	৮৯৫
		খ) উচ্চতর বিদ্যালয়ে		৬২৩ (কলকাতা বাদে)	৫৬৫
	৫)	ক) ন্যূনতম প্রয়োজনের নিরিখে (বনভূমি বাদে গ্রামে প্রতি কি.মি.তে ১টি ও শহরে হাজার জন প্রতি ১টি) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যায় ঘাটতি (শতাংশে)	১৯৯৩-৯৪	৪৬.৬	৪৮.৪
		খ) কেরালার নিরিখে (হাজার অধিবাসী পিছু ১০৮ জন) প্রাথমিক-উত্তর বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যায় ঘাটতি (শতাংশে)	১৯৯৩-৯৪	৩৮০	৫৪.৬
ঘ)		**শ্রমশক্তি(**			
	১)	জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে	১৯৯১		
		ক) মুখ্যকর্মী		৩০.২৩	৩০.০৫
		খ) প্রান্তিক কর্মী		১.৯৬	১.৪৬
	২)	এলাকায় মোট মুখ্যকর্মীর সংখ্যায় নারী কর্মীদের শতাংশ	১৯৯১		
		ক) গ্রামাঞ্চলে		১৪.০১	১১.৬৪
		খ) শহরে		৯.৩৬	২২.৭৫

বিভাগ	ত্র(.নং	বিষয়	সময়কাল	রাজ্য	জেলা
	৩)	মুখ্যকর্মী সংখ্যার শতাংশ	১৯৯১		
		ক) প্রাথমিক অর্থনৈতিক (্ত্রে		৫৫.৭১	৬২.২৭
		খ) দ্বিতীয় অর্থনৈতিক (্ত্রে		১৮.৬০	২১.৫৬
		গ) তৃতীয় অর্থনৈতিক (্ত্রে		২৫.৬৯	১৫.৭৭
	৪)	ফসল উৎপাদন বহির্ভূত (্ত্রে মোট কর্মীসংখ্যার মধ্যে সংস্থাভুক্ত(কর্মীর শতাংশ (চা বাগিচা সহ)	১৯৯০	৬০.১৫	২৭.৯৬
৬)		**কৃষি, গোপালন ইত্যাদি**			
	১)	মোট জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে	১৯৯১		
		ক) কৃষক		৮.৭৫	৯.৪৬
		খ) কৃষি শ্রমিক		৭.৪৩	৮.৮০
		গ) কৃষিকর্মী (ক ও খ)		১৬.০০	১৮.২৬
		ঘ) পশুপালন, শিকার, মৎস্যচাষ, বন, চা বাগান ইত্যাদিতে নিযুক্ত(কর্মী		০.৮৩	০.৫৭
	২)	প্রান্তিক জোত (১ হেক্টরের কম পরিমাণ জমি)	১৯৯০-৯১		
		(মোট সংখ্যক ব্যবস্থাপক জোতের শতাংশ হিসাবে		৭৪.১৮	৭৩.৭৬
	৩)	কৃষিকর্মী পিছু কৃষিজমি (হেক্টর)	১৯৯১	০.৫১	০.৪৮
	৪)	ক) চাষের নিবিড়তা (শতাংশ)	১৯৯৫-৯৬		
		খ) সেচের আপে(্ক সুবিধা, সূচক সংখ্যা,	১৯৯৩-৯৪		
		গ) শস্যভুক্ত(জমির প্রতি হেক্টরে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার	১৯৯৫-৯৬	৯৫	৮৩
	৫)	শস্যভুক্ত(জমির মিলিত আয়তনে দানাখাদ্যশস্য, অন্য খাদ্যশস্য ও খাদ্যেতর শস্যের ভাগ (শতাংশে)			
		ক) দানাখাদ্যশস্য		৮১.১৪	৭৩.৯১
		খ) অন্য খাদ্যশস্য		৯.৮১	১০.৭৬
		গ) খাদ্যেতর শস্য		৯.০৫	১৫.৩৩
		মোট		১০০.০০	১০০.০০
	৬)	হেক্টর প্রতি উৎপাদন গড় (কিলোগ্রাম)	১৯৯১-৯৪		
		ক) দানা খাদ্যশস্য		২০০০	২১০২
		খ) সরষে (রাই সহ)		৭৫১	৭৪২
		গ) আলু		২১৯২৩	১৯০৩৮
		ঘ) পাটতন্তু		২০১৭	২৩০০
	৭)	গ(ও মোষের দুধ উৎপাদন (১৯৯১-৯২) জন প্রতি বার্ষিক গড়, কিলোগ্রাম		৪৩.৫	৩৮.৭
	৮)	ক) কর্মী পিছু প্রাথমিক অর্থনৈতিক (্ত্রে উৎপাদনজাত আয় ১৯৯০-৯৩ রাজ্যস্তরের আয়ের শতাংশ হিসাবে		১০০	১০১
		খ) পু(ষ কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরী (টাকা)	১৯৯০-৯১	২১.৫০	২০.২০

বিভাগ	ত্র(. নং বিষয়	সময়কাল	রাজ্য	জেলা
চ)	**খনি, শিল্প ও নির্মাণ**			
	১) জনসংখ্যায় মুখ্যকর্মীদের সমানুপাত (শতাংশে)	১৯৯১		
	ক) খনি এবং কুটির বহির্ভূত শিল্পে	৩.৮৯	১.৩২	
	খ) কুটির শিল্পে		১.১৮	৪.১০
	গ) নির্মাণ ৫(ত্রে		০.৫৬	১.০৬
	ঘ) মোট		৫.৬৩	৬.৪৮
	২) হাজার বর্গ কি.মিতে রেজিষ্টার্ড ফ্যাক্টরির সংখ্যা	১৯৯১	১০৪.৪	৩.৯
	৩) হাজার মুখ্যকর্মীর মধ্যে রেজিষ্টার্ড ফ্যাক্টরি শ্রমিক সংখ্যা	১৯৯১	৪৩.২	২.৫
	৪) রেজিষ্টার্ড ফ্যাক্টরি শ্রমিক পিছু বার্ষিক মজুরী, (হাজার টাকা)	১৯৯০-৯১	২২.৬	৪.১
	৫) কর্মী পিছু দ্বিতীয় অর্থনৈতিক ৫(ত্রে উৎপাদনজাত আয় (১৯৯০-৯৩) রাজ্যস্তরের আয়ের শতাংশ হিসাবে		১০০	৭১
ছ)	**পরিষেবা**			
	১) মোট জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে মুখ্যকর্মী	১৯৯১		
	ক) ব্যবসা - বাণিজ্য		৩.২৪	২.৩২
	খ) পরিবহণ, যোগাযোগ ও গুদামে সংর(ণ		১.২৮	০.৫৮
	গ) অন্যান্য পরিষেবা		৩.২৫	১.৮৩
	২) প্রতি শত বর্গ কি.মি- তে দৈর্ঘ্য (কি.মি.)			
	ক) পাকা সড়ক	১৯৯৪	২৫.৩	২৮.৯
	খ) রেলপথ		৮	৮
	৩) ক) ল(জন প্রতি পঞ্জিভুক্ত(মোটরযান সংখ্যা	১৯৯২		
	— মোটর সাইকেল, স্কুটার		৭৬৬	২২১
	— জিপ, মোটর গাড়ি		৩৪৪	১৩
	— ট্যাক্সি, অটোরিক্সা		৪৮	৪
	— বাস, মিনিবাস		৪৩	৬
	— মাল পরিবাহক		১৮২	২৬
	খ) বাসস্টপ বা রেল ষ্টেশনযুক্ত(গ্রাম (শতাংশে)	১৯৯১	২৬.৫	৩৯.০
	৪) ক) ল(জন প্রতি সংখ্যা,	১৯৯৪		
	— ডাকঘর		১১.৬	১০.৭
	— ব্যাঙ্ক শাখা		৬.২	৪.৩
	— সমবায় ঋণ সমিতি		১৯.১	১১.৫
	খ) ডাকঘরযুক্ত(গ্রাম (শতাংশে)		১৮.৫	২২.৫
			(কলকাতা বাদে)	

বিভাগ ত্র(. নং	বিষয়	সময়কাল	রাজ্য	জেলা
৫)	অনুসূচিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (১৯৯২-এর জুন মাসের শেষ শুত্র(বার)			
	ক) মাথাপিছু আমানত		২২৪৬	৪৩৪
	খ) মাথাপিছু পরিশোধ্য ঋণ		১১৬৭	১৬৮
৬)	ক) মাথাপিছু বৎসরে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট/ঘন্টা)	১৯৯০-৯১	১২৮.৭	২৮.৪
	খ) বিদ্যুতায়িত বসতগ্রাম (শতাংশ)	১৯৯১	৭২.৫	৯২.৩
	গ) বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় এমন গ্রাম (শতাংশে)	১৯৯১	৪৬.৫	৭৬.৬
৭)	কর্মী পিছু তৃতীয় অর্থনৈতিক ৫(ত্রে আয়	১৯৯০-৯৩		
	— রাজ্যস্তরের আয়ের শতাংশ হিসাবে		১০০	১১৫
জ)	**আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও পরিষেবাজাত আয়**			
১)	অধিবাসীদের মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয়	১৯৯০-৯৩		
	(১৯৮০-৮৩ সনের বাজারদরে, টাকার অঙ্কে)		২২৩৬	১৯৩১
২)	উৎস অনুযায়ী ১৯৮০-৮১ সালের বাজার দরে মোট আয়ের বন্টন (শতাংশে)			
	ক) প্রাথমিক ৫(ত্র (কৃষি ও সং(-ষ্ট কার্য)		৩১.৬৬	৪১.১৫
	খ) দ্বিতীয় ৫(ত্র (খনি-শিল্প-নির্মাণ)	২৭.০৭	২৫.৫৮	
	গ) তৃতীয় ৫(ত্র (পরিষেবা)		৪১.২৭	৩৩.২৭
	ঘ) মোট		১০০.০০	১০০.০০
ঝ)	**উন্নয়নের পথে অগ্রগতি মানব উন্নয়ন সূচকাঙ্ক**			
১)	স্বাস্থ্য	১৯৮১	০.৪৩৩	০.৩৭৩
		১৯৯১	০.৬২০	০.৫৭৩
২)	শি(া	১৯৮১	০.৫১২	০.৩৫৮
		১৯৯১	০.৫৭৭	০.৪১১
৩)	জীবনযাত্রার মান (মাথাপিছু আয়)	১৮৮১	০.৪২৪	০.২৪৩
		১৯৯১	০.৫৭১	০.৫০৮
৪)	সম্মিলিত সূচকাঙ্ক	১৯৮১	০.৪৫৭	০.৩২৫
		১৯৯১	০.৫৯০	০.৪৯৭

সূত্র ঃ সচ্চিদানন্দ দত্ত রায়, মানব উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গের জেলা চিত্র

শ্রী দত্তরায় ১৯৮১ ও ১৯৯১ সালের যে জেলাওয়ারী মানব উন্নয়ন সূচকাঙ্ক হিসাব করেছেন তা উপরের সারণীতে দেওয়া হল ঃ

শ্রী সচ্চিদানন্দ দত্ত রায় জেলাগুলির মানব উন্নয়ন মানের তারতম্যের সম্ভাব্য কারণগুলিকে চিহ্নি(ত করতেও সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর পর্যবে(ণ অনুযায়ী নিম্ন ও নিম্ন-মধ্য মানব উন্নয়ন শ্রেণীভুক্ত(জেলাগুলির জনবৃদ্ধির হার রাজ্যের তুলনায় বেশী। স্বাধীনতা-উত্তরকালে অভিবাসন ও জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই জেলাগুলিতে, যার অন্যতম মুর্শিদাবাদ, সত্রি(য় ও সার্থক মানব উন্নয়ন প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। অন্যভাবে বললে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত মানব সম্পদকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায় নি।

সারণী- ৫.৩১

মানব উন্নয়ন সূচক, রাজ্য ও জেলার তুলনামূলক চিত্র

বৎসর	রাজ্য/ জেলা	নবজাতকের অন্তত ১ বছর বাঁচার হার (হাজার করা সেন্সাস ১৯৮১)	বয়স্ক (১৪ বছরের উর্ধে) সা(রতা হার (শতকরা সেন্সাস ১৯৮১)	৭-১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে বিদ্যালয় (১২শ শ্রেণী পর্যন্ত) পাঠরতদের শতাংশ ১৯৮৪-৮৫	মাথা পিছু গড় বার্ষিক আয় (টাকা, ৯০-৯৩) (৮০-৮১ সালের মূল্যমানে)	মানব উন্নয়ন সূচক	রাজ্যে ত্র(মিক অবস্থান
১৯৮১	পশ্চিমবঙ্গ	৯০৫	৪৮.০৭	৫৭.৬১	১৫৯৩	০.৪৫৭	-
	মুর্শিদাবাদ	৮৯৬	৩০.১০	৪৭.২৬	১১০১	০.৩২৫	১৩
	হাওড়া*	৯৪৪	৫৮.৯৮	৬০৯৬	২১৯৬	০.৬২০	২
১৯৯১	পশ্চিমবঙ্গ	৯৩৩	৫৫.৯	৬১.৬০	২২৩৬	০.৫৯০	-
	মুর্শিদাবাদ	৯২৬	৩৬.৩	৫০.৬৩	১৯৩১	০.৪৯৭	১৪
	হুগলী*	৯৬৪	৬৪.৫	৬৮.৩৭	২২৫০	০.৭৪৪	২

**কলকাতা জেলাকে বাদ দিয়ে, সঠিক তুলনার জন্য, দুটি ভিত্তি বর্ষের দ্বিতীয় জেলার তথ্য দেওয়া হল।*

সূত্র ঃ সচ্চিদানন্দ দত্ত রায়, মানব উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গের জেলা চিত্র

দ্বিতীয়তঃ, এই জেলাগুলিতে কর্ম(ম জনসংখ্যা (১৫-৬০বছর)-র তুলনায় পরনির্ভর জনসংখ্যা অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) ও প্রবীণ (৬০ বছরের উর্ধে) ব্যক্তি(র সংখ্যা বেশী। সেই সঙ্গে রয়েছে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য। এই পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছে তপসিলভুক্ত(জাতি ও উপজাতির মানুষের সঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাও যাঁরা এ সমস্ত জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। যেমন নিম্ন ও নিম্নশ্রেণীভুক্ত(জেলায় তাদের অনুপাত ৭৫.৭৪ শতাংশ। কিন্তু উচ্চমানব উন্নয়ন শ্রেণীভুক্ত(জেলায় ঐ অনুপাত ২৬ শতাংশ। এছাড়াও এই জেলাগুলিতে নগর ও নগরবাসীর সংখ্যা কম, স্বচ্ছল জীবনযাত্রার নির্দেশকগুলির, অর্থাৎ মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার, ল(জন প্রতি নিবন্ধীকৃত স্কুটার ও মোটর সাইকেল, ব্যাঙ্কে মাথাপিছু আমানত এগুলির মানও অত্যন্ত কম। অন্যদিকে কৃষি শ্রমিকের মজুরীর স্বল্পতা, প্রান্তিক জোতের (ু দ্র আয়তন, শস্যের নিম্ন ফলন হার, কুটির শিল্পে অধিক নিয়োগ ইত্যাদি এই শ্রেণীর জেলাগুলির দারিদ্রের দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে। আবার অনুসূচিত ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঋণদানের স্বল্পতা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থনৈতিক ((ত্রে নিস্প্রাণতার পরিচায়ক। শিশুমৃত্যুর হার এই জেলাগুলিতে বেশী, চিকিৎসার সুযোগ অপ্রতুল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যায় ঘাটতি আছে। শহরে হাজার অধিবাসী পিছু একটি বিদ্যালয় ও গ্রামে বসতির আধ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি বিদ্যালয় থাকবে, এই হ'ল ন্যূনতম প্রয়োজনের মাপকাঠি। এই মাপকাঠিতেই ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় বিদ্যালয় সংখ্যার ঘাটতি নিম্নশ্রেণীভুক্ত(জেলাগুলিতে ৫২ শতাংশ। বয়স্ক সা(রতার হারও কম। যেমন মুর্শিদাবাদ জেলা সা(রতার হারে রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে ১৬শ স্থানে অবস্থান করে। সারণী-৫.৩০ এ প্রদত্ত এই সংত্র(ান্ত চলকগুলির জেলা ও রাজ্য মানকে পাশাপাশি তুলনা করলে মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চাদপদতার কারণগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জেলা ভিত্তিক উন্নয়ন সূচক নির্ধারণের জন্য একটি গবেষণার উদ্যোগ নিয়েছিল রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা। সংস্থার তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজটি করেন যাদবপুর বি(্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক বি(্বজিৎ চ্যাটার্জী এবং সংস্থার সিনিয়র রিসার্চ অফিসার শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ। তাঁদের গবেষণালব্ধ তথ্য প্রকাশিত হয় ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে-'ইন সার্চ অব্ ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স' নামে।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীর সিংহভাগ রূপায়ণ হয় জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে। সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনীর পর বিকেন্দ্রীকরণের পরিধি আরও বড় হয়েছে। স্বভাবতই ত্র(মশঃ বেশী করে উপলব্ধ হয়েছে রাজ্যের বা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন চালচিত্রে এক একটি জেলার আপে(ক অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা। এই পরিপ্রে(তে আলোচ্য গবেষণা তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেছে

ক) প্রাসঙ্গিক ল(ণগুলির বা উন্নয়ন বিষয়গুলির মাধ্যমে একটি সম্মিলিত জেলা উন্নয়ন সূচক নির্ধারণ করা।

খ) জেলা ও তার নীচের স্তরগুলিতে এই সূচককে প্রয়োগের

পথ ও পাথেয় সন্ধান করা(এবং

গ) সামাজিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শি(া ইত্যাদি পৃথক উন্নয়ন (ত্রগুলির প্রতটিতে জেলাগুলির আপে(ক অবস্থান নির্ধারণ করা।

আলোচনায় ব্যবহৃত তথ্যের সূত্রগুলি হল, ব্যুরো অব্ অ্যাপ্-ায়েড ইকোনমিক্স এ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিক্স প্রকাশিত 'স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট - ১৯৯৭-৯৮' ঐ সংস্থা প্রকাশিত বিভিন্ন বছরের বিভিন্ন জেলার 'ডিষ্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক' স্টেট ব্যুরো অব হেলথ ইনটেলিজেন্স প্রকাশিত 'হেলথ অন দি মার্চ' স্টেট প্-ানিং বোর্ড প্রকাশিত 'ইকোনমিক রিভিউ', স্টেট লেভেল ব্যাংকারস্ কমিটির ষান্মাষিক সভার অ্যাজেন্ডা নোট, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর প্রকাশিত বিভিন্ন কর্মসূচীর রূপায়ণের জেলা ভিত্তিক তথ্য, বিভিন্ন দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সর্বোপরি জনগণনার প্রতিবেদন।

জেলাভিত্তিক উন্নয়ন সূচক নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত ল(ণগুলি •development indicators—কে আলোচ্য গবেষকরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। ভাগগুলি সারণী- ৫.৩২ এ দেওয়া হ'ল। এই মূল তিনটি উন্নয়ন বিষয়ে শ্রেণীবদ্ধ ল(ণগুলির মুর্শিদাবাদ জেলা ভিত্তিক মান এবং রাজ্যের অন্য জেলাগুলির তুলনায় মুর্শিদাবাদের অবস্থান দেওয়া হয়েছে সারণী- ৫.৩৩ এ।

সারণী-৫.৩২

জেলা ভিত্তিক উন্নয়ন সূচক নির্ণয়ের ল(ণ সমূহ

বৃদ্ধির ল(ণ সমূহ	পরিকাঠামো উন্নয়নের ল(ণ	সামাজিক উন্নয়নের ল(ণ
মাথাপিছু আয় জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষি উৎপাদনের অনুপাত	পাকা সড়ক - সংযোগ পাকা ও কাঁচা সড়ক	স্বাস্থ্যবিধানের প্রসার গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহের বিস্তৃতি
জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শিল্পোৎপাদনের অনুপাত খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা	বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রসার ঋণ-আমানত অনুপাত	হাসপাতাল ও শয্যা সংখ্যা ডাক্ত(ারের সংখ্যা
পু(ষ কৃষিশ্রমিকের মজুরী (ুদ্রায়তন শিল্প ও ফ্যাক্টরীতে কর্মনিয়োগ দারিদ্র এবং কর্মসংস্থান প্রকল্পে কর্মনিয়োগ কর্মহীনতা সূচক	বিদ্যুতের ব্যবহার	বিদ্যালয়, ছাত্র সংখ্যা বিদ্যালয়-ছাত্র ও শি(ক-ছাত্র অনুপাত কলেজ সংখ্যা
	সেচের প্রসার	সা(রতার হার শিশু মৃত্যুর হার
		তপসিলী জাতি ও উপজাতির প্রগতি

সারণী- ৫.৩৩

মানব উন্নয়ন ঃ প্রাসঙ্গিক তথ্য

বিষয়	সময়কাল	মান	রাজ্যে স্থান
মাথাপিছু আয় (টাকায়), ১৯৮০ - ৮১ সালের মূল্যস্তরে	১৯৯১-৯২	১৯৪৩.২২	১২
	১৯৯২-৯৩	১৯৯৭.১৯	১২
	১৯৯৩-৯৪	২০৭৩.৬৮	১৩
	১৯৯৪-৯৫	২১৩৭.৩৬	১২
	১৯৯৫-৯৬	২২৪৫.৩৬	১২
মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির হার (শতাংশ)	১৯৯১-৯২ — ১৯৯৫-৯৬	৩.১১	১১
রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের তুলনায় জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ঘাটতি / বাড়তি	১৯৯১-৯২	- ১৪.২৮	
	১৯৯২-৯৩	- ১২.৯৭	
	১৯৯৩-৯৪	- ১৪.২৭	
	১৯৯৪-৯৫	- ১৩.৯৭	
	১৯৯৫-৯৬	- ১৬.৯৬	
জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদক সূচক	১৯৯১-৯২	০.২১৯	
	১৯৯২-৯৩	০.২	
	১৯৯৩-৯৪	০.২০৫	
	১৯৯৪-৯৫	০.২১০	
	১৯৯৫-৯৬	০.২৪৩	
জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি (শতাংশে)	১৯৯১-৯২ — ১৯৯৫-৯৬	৬.৭৩	৭
জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন কৃষি উৎপাদনের অনুপাত (শতাংশ)	১৯৯১-৯২	৩০.৩	১০
	১৯৯২-৯৩	৩৭.৪	৯
	১৯৯৩-৯৪	৩৭.২	১০
	১৯৯৪-৯৫	৩৮.৯	৮
	১৯৯৫-৯৬	৩৫.২	১১
খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা (কিলোগ্রাম / হেক্টর)	১৯৯৩-৯৪	২০৭১	৮
	১৯৯৪-৯৫	২২২০	৭
	১৯৯৫-৯৬	২১১৫	৬
	১৯৯৬-৯৭	২৫১৪	২
	১৯৯৭-৯৮	২৩৭০	৬
খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার (শতাংশে)	১৯৮২-৮৩ — ১৯৯৭-৯৮	৪.৯৪	২
পু(ষ কৃষিমজুরের মজুরী (টাকায়)	১৯৯৩-৯৪	২৫.৪২	১১
	১৯৯৪-৯৫	২৭.১৮	১১
	১৯৯৫-৯৬	২৯.২৫	৯
	১৯৯৬-৯৭	৩৯.৫৮	৬
	১৯৯৭-৯৮	৪২.০০	৮
	১৯৯৮-৯৯	৪৮.০৬	১১

বিষয়	সময়কাল	মান	রাজ্যে স্থান
পু(ষ কৃষিমজুরের মজুরীর হারের আপে(ক পরিবর্তন	ক) ১৯৯৩-৯৪ — ১৯৯৫-৯৬	৫.০২	৩
	খ) ১৯৯৬-৯৭ — ১৯৯৮-৯৯	৭.১৪	১৫
পু(ষ কৃষিমজুরের আয়বৃদ্ধির হার (শতাংশ	১৯৯৩-৯৪ — ১৯৯৮-৯৯	১৪.৬৭	২
জেলার অভ্যন্তরীণ উৎপাদন শিল্পোৎপাদনের অনুপাত (শতাংশ)	১৯৯১-৯২	১৭.৮	৫
	১৯৯২-৯৩	১৭.৫	৫
	১৯৯৩-৯৪	১৬.৭	৫
	১৯৯৪-৯৫	১৬.৩	৫
	১৯৯৫-৯৬	১৬.৬	৫
(দ্রায়তন শিল্পের সংখ্যা	মার্চ, ১৯৯৩	১৯,৮৭৩	৭
	মার্চ, ১৯৯৪	২০,৫৯৮	৭
	মার্চ, ১৯৯৫	২১,২৭৬	৭
	মার্চ, ১৯৯৬	২২,৯৩৯	৬
	মার্চ, ১৯৯৭	২৪৬৮২	৬
	মার্চ, ১৯৯৮	২৫৮৭০	৬
(দ্রায়তন শিল্প ঃ ইউনিট পিছু নিয়োগ	১৯৯৪	৪.৪২	১৭
	১৯৯৫	৪.৩৭	১৭
	১৯৯৬	৪.৩৩	১৭
	১৯৯৭	৪.৪০	১৭
নিবন্ধীকৃত ফ্যাক্টরীর সংখ্যা	১৯৯৪	২২	১৭
	১৯৯৫	৪.৩৭	১৭
	১৯৯৬	৪.৩৩	১৭
	১৯৯৭	৪.৪০	১৭
নিবন্ধীকৃত ফ্যাক্টরী ঃ ইউনিট পিছু নিয়োগ	১৯৯৪	১৬৮.৫০	৩
	১৯৯৫	১৬৮.৫০	৩
	১৯৯৬	১৯০.৭২	২
	১৯৯৭	১৯০.৭২	২
অকর্মীর অনুপাত (শতাংশ) ঃ ১৫-৫৯ বয়ত্র(ম	(১৯৯১ জনগণনা)	৪৬.৯৪	৯
কর্মসংস্থান প্রকল্পে অর্থ সদ্ব্যবহার (শতাংশ)			
জহর রোজগার যোজনা	১৯৯৪-৯৫	৯০.৩০	৬
	১৯৯৫-৯৬	৯৩.৮৯	১
	১৯৯৬-৯৭	৫০.৭৩	১৭
	১৯৯৭-৯৮	৫৮.১৪	১৪
	১৯৯৮-৯৯	৮৩.০	২
সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্প ই.এ.এস.	১৯৯৪-৯৫	৮৬.৩৭	৫
	১৯৯৫-৯৬	৯০.৯১	২
	১৯৯৬-৯৭	৩০.১৯	১৭
	১৯৯৮-৯৯	৩৯.৬৮	১৩
দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী গ্রামীণ পরিবার	১৯৯৩-৯৪	২,৯২,৪৯৪	৫

বিষয়	সময়কাল	মান	রাজ্যে স্থান
	১৯৯৪-৯৭	৪,০৪,৩৭৭	৪
মাথাপিছু মাসিক আয়	১৯৯৯-২০০০	২১৭.১৯	১২
দারিদ্রসীমা থেকে পার্থক্য (টাকায়)	ঐ	১৫৯.৬১	
ঐ (শতাংশে)		৭৩.৪৮	
কর্মী সংখ্যায় কৃষিমজুরের অনুপাত (শতাংশ)	১৯৯১	২৯.২৮	১১
সামর্থের অভাব (Capability Poverty)			
ক) প্রতিষ্ঠানের বাইরে সন্তান প্রসব (শতাংশ)	১৯৯৮	৬০.৩	১৩
খ) নির(র মহিলার শতাংশ	২০০১	৫১.৬৭	১৫
গ) সামর্থের অভাবের হার (শতাংশে)		৫৫.৯৮	১৪
শি(ার সুযোগের অভাব			
ক) নির(রতা	১৯৯১	৬৯.৭৪	১৬
খ) ৬-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয়ে না যাওয়া শিশুর হার	১৯৯১	৬৪.৯৮	১৫
গ) ক ও খ এর গড়		৬৮.১২	১৬
স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ			
ক) টিকা না নেওয়া শিশুর হার (শতকরা)		৬০.৬০	
খ) প্রতিষ্ঠানের বাইরে সন্তান প্রসব		৬০.৩০	
গ) স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগের অভাব		৬০.৪৫	
নিরাপদ পানীয় জল ও বিদ্যুৎ			
ক) নিরাপদ পানীয় জলের সুযোগ পায় না		০.০৭	
খ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পায় না		০.০৬	
পরিবর্তিত মানব উন্নয়ন সূচক		৭৪.৫৪	১৬
পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)			
১) ক) পূর্ত বিভাগ	১৯৯৬	১১১৪	
খ) জেলা পরিষদ	১৯৯৬	৪৫২	
গ) মোট	১৯৯৬	১৫৬৬	
২) ক) পূর্ত বিভাগ	১৯৯৭	১১১৪	
খ) জেলা পরিষদ	১৯৯৭	১৭১৯	
গ) মোট	১৯৯৭	২৮৩৩	
৩) ক) পূর্ত বিভাগ	১৯৯৮	১১১৪	
খ) জেলা পরিষদ	১৯৯৮	৪৭৫.৫৪	
গ) মোট	১৯৯৮	১৫৮৯.৫৪	
পাকা রাস্তা দ্বারা যুক্ত(গ্রাম	১৯৯১	২৮.৫৭	১০
কাঁচা রাস্তা (কিলোমিটার)			
১) ক) পূর্ত বিভাগ	১৯৯৬	৭০	
খ) জেলা পরিষদ	১৯৯৬	১৭২৬	
গ) মোট	১৯৯৬	১৭৯৬	
ক) পূর্ত বিভাগ	১৯৯৭	৭০	
খ) জেলা পরিষদ	১৯৯৭	১৭১৯	

বিষয়	সময়কাল	মান	রাজ্যে স্থান
গ) মোট	১৯৯৭	১৭৮৯	
ক) পূর্ত বিভাগ	১৯৯৮	৭০	
খ) জেলা পরিষদ	১৯৯৮	১৭০২.৯৪	
গ) মোট	১৯৯৮	১৭৭২.৯৪	৪
প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	১৯৯৬	২৯.৪১	৭
	১৯৯৭	৫৩.২১	৫
	১৯৯৮	২৯.৮৬	৯
প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)		৩৩.৭৩	১০
		৩৩.৬০	১০
		৩৩.৩০	১০
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা	১৯৯৩	২২০	৬
	১৯৯৪	২২০	৬
	১৯৯৫	২২০	৬
	১৯৯৬	২২০	৬
	১৯৯৭	২২০	৬
	১৯৯৮	২২০	৬
প্রতি ১ ল(জনসংখ্যা পিছু ব্যাঙ্ক শাখার সংখ্যা	১৯৯৪	৪.৩১	
ঐ	১৯৯৫	৪.২০	
ঐ	১৯৯৬	৩.৯৯	
ঐ	১৯৯৭	৩.৯০	
ঐ	১৯৯৮	৩.৯০	১৫
ঋণ আমানত অনুপাত	মার্চ, ১৯৯৫	৩৩.৯	
ঐ	১৯৯৬	৩৬.৫	
ঐ	১৯৯৭	৩৫.৯	
ঐ	১৯৯৮	৩০.৭	
ঐ	১৯৯৯	২৮.৭	
হেক্টর প্রতি কৃষি ঋণের পরিমান (টাকা)	১৯৯৭-৯৮	৪৬৮.৪৬	৬
	১৯৯৮-৯৯	৩৩১.৩২	১১
বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	১৯৯৩-৯৪	১৭৮২	
ঐ	১৯৯৪-৯৫	১৭৮৬	
ঐ	১৯৯৫-৯৬	১৭৮৯	
ঐ	১৯৯৬-৯৭	১৭৯২	
ঐ	১৯৯৭-৯৮	১৭৯৭	
স্যানিটারী ব্যবস্থার সুযোগ, গ্রাম	১৯৯১	৮.৩৬	
শহর	১৯৯১	৫১.১১	
মোট	১৯৯১	১২.৯৪	
গ্রামীণ জল সরবরাহ ব্যবস্থা	০১.০৪.৯৮		
পানীয় জলের উৎস		১৭,৮১৪	

বিষয়	সময়কাল	মান	রাজ্যে স্থান
উৎস পিছু জনসংখ্যা		২৩৮.৩৪	৯
পানীয় জলের উৎস আছে এমন গ্রামের অনুপাত		৯৮.৩৮	১১
ডাক্ত(ারের সংখ্যা		৯১	
প্রতিল(জনসংখ্যায় ডাক্ত(ারের সংখ্যা		২.১৪	১৭
হাসপাতাল ও আসন সংখ্যা	মার্চ, ১৯৯৮		
জেলা হাসপাতাল		১	
শয্যা		৬১৬	১
স্টেট জেনারেল হাসপাতাল		৩	
শয্যা		৩৫০	৭
মহকুমা হাসপাতাল		৩	
শয্যা		৭৫০	৩
গ্রামীণ হাসপাতাল		৮	
শয্যা		৩০০	৯
ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র		১৯	
শয্যা		২৭৬	৬
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র		৭১	
শয্যা		৪১৯	৩
প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যা পিছু শয্যা সংখ্যা	মার্চ ১৯৯৮	৪.৮১	৮
শিশু মৃত্যুর হার	১৯৯১	৭৭	১০
কম জন্ম-ওজনের শিশু	মার্চ ১৯৯৯	৫.৬	৪
নিরাপদ প্রসব		৩৯.৭	১৩
জন্মদানে স(ম মহিলা (১৫ - ৪৯ বছর) -দের সা(রতার হার	১৯৯১	৭১.১২	১৪
বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৯৯৮ - ৯৯		
প্রাথমিক		৩১০৯	৬
জুনিয়ার হাই/মাধ্যমিক		১৫২	৬
উচ্চমাধ্যমিক		৩৯৯	৮
ছাত্রসংখ্যা ঃ বিদ্যালয় পিছু	১৯৯৮-৯৯		
প্রাথমিক		২১৭.০৮	
নিম্নমাধ্যমিক / মাধ্যমিক		৮৬৬.৪৮	
উচ্চমাধ্যমিক		৩৯৯	
মোট		২০৩.৮৯	
শি(কের সংখ্যা	১৯৯৮-৯৯		
প্রাথমিক		৮৬৫৪	
নিম্নমাধ্যমিক / মাধ্যমিক		১২৫৪	
উচ্চমাধ্যমিক		৭২৫৪	
শি(ক পিছু ছাত্র সংখ্যা	১৯৯৮-৯৯		
প্রাথমিক		৭৭.৯৯	১
নিম্নমাধ্যমিক/মাধ্যমিক		১০৫.০৩	১৫

বিষয়	সময়কাল	মান	রাজ্যে স্থান
উচ্চমাধ্যমিক		১১.২১	৯
সাধারণ কলেজের সংখ্যা	১৯৯৪-৯৫	১৫	
ঐ	১৯৯৫-৯৬	১৫	
ঐ	১৯৯৬-৯৭	১৫	
ঐ	১৯৯৭-৯৮	১৫	৮
সা(রতার হার	২০০১		
মোট		৫৫.০৫	১৬
পু(ষ		৬১.৪০	১৬
মহিলা		৪৮.৩৩	১৫
পু(ষ / মহিলা সা(রতা হার		১.২৭	১২
শি(া সূচক		০.১৪৯	১৬
পানীয় জলের সুবিধাযুক্ত(বিদ্যালয়	১৯৯৭		
গ্রাম		৫৭.০৪	
শহর		৫৫.২৬	
মোট		৫৬.৮৫	১০
প্রস্রাবাগারের সুবিধাযুক্ত(বিদ্যালয়	১৯৯৭		
গ্রাম		২৬.১৯	
শহর		৪৮.১৬	
মোট		২৮.৬০	৮
ছাত্রীদের পৃথক প্রস্রাবাগারের সুবিধাযুক্ত(বিদ্যালয়			
গ্রাম		১৫.১২	
শহর		২১.৩২	
মোট		১৫.৮৮	৭
তপসিলী জাতি/উপজাতির সা(রতার হার	১৯৯১	২৫.১২	১২
তপসিলী জাতি / উপজাতির কর্মে অংশগ্রহণের হার	১৯৯১		
পু(ষ		৫৩.০৫	৬
মহিলা		১০.২১	১২
তপসিলী জাতি উপজাতি ঃ কর্মসংস্থান প্রকল্পে কাজের সুযোগ	১৯৯৮-৯৯		
জহর রোজগার যোজনা		২৪.১৮	১৬
সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্প (ই.এ.এস.)		৩৭.৮৫	১৪

সূত্র ঃবি(েজিৎ চ্যাটার্জী ও দিলীপ কুমার ঘোষ, 'ইন সার্চ অব্ এ ডিষ্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স'

গবেষকদের মতে, উপরের সারণীতে বর্ণিত উন্নয়ন ল(ণগুলি (development indicators) পৃথকভাবে এবং অন্য কোন ল(ণের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে অগ্রগতির দিশাকে চিহ্নি(ত করে। একই সাথে তা একেকটি জেলার জনসাধারণ ঐ অঞ্চলে বিদ্যমান যে পশ্চাদপদতা ও বঞ্চনার সম্মুখীন হয়, তাও চিহ্নি(ত করে। এই ল(ণগুলির ভিত্তিতেই একটি জেলার উন্নয়ন সূচক নির্ণয় করা হয়। কিন্তু এইগুলির প্রকৃতি এমন নয় যে সরাসরি তাঁদের যোগ করা যায়। ফলে এদের মধ্যে থেকে বেশী গু(ত্বপূর্ণ ল(ণগুলিকে বেছে নিতে হয়। বেছে নিতে হয় সেই ল(ণগুলিকেই, যাতে জেলাগুলির উন্নতি ও পশ্চাদপদতার মূল কারণগুলিকে সঠিকভাবে ধরা যায়। দ্বিতীয়তঃ

প্রতিটি ল(ণের সঠিক গু(ত্ব বিবেচনা করে তার ভার-এর মান (Weight) আরোপ করতে হয়। একই সাথে আর একটি বিষয়ও মাথায় রাখতে হয়। প্রায়োগিক উন্নয়ন অর্থনীতির (Applied Development Economics) বি(-ষণ ও হিসাব নিকাশ যতই জটিল ও তাত্ত্বিক হোক না কেন, গবেষণালব্ধ বিষয়ভিত্তিক সূচকগুলি এবং সম্মিলিত সূচকটি যেন উন্নয়ন প্রশাসনে যুক্ত(মানুষদের বোধের অতীত না হয়, সূচক যেন সরল ও সহজ হয়, যাতে তার ভিত্তিতে তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনা প্রণয়নে কোন অসুবিধা না দেখা দেয়।

কেবলমাত্র আয় বা মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে একটি অঞ্চলের উন্নয়নের সামগ্রিক চালচিত্রটি ধরা যায় না। সে কারণে ইউ.এন.ডি.পি. উন্নয়নের মান নির্ধারণে মানব-উন্নয়ন সূচক ব্যবহারকে গু(ত্ব দিয়েছে। একটি সমাজে লিঙ্গবৈষম্য ও নারী-সা(রতা নির্ধারণের জন্য ইউ.এন.ডি.পি.র পরামর্শ দুটি পৃথক সূচক ব্যবহারের। একটি হল জেন্ডার রিলেটেড ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (জি.ডি.আই.) এবং অপরটি হ'ল জেন্ডার এমপাওয়ারমেন্ট মেজার (জি.ই.এম.)। আলোচ্য গবেষকরা তাদের আলোচনায় জি.ডি.আই. বা জি.ই.এম. নির্ধারণের চেষ্টা থেকে বিরত থেকেছেন। তাঁদের মতে নারীসমাজের অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধির পদ(প, বিভিন্ন নীতি নির্ধারক সংস্থায় নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি - এগুলি এত সাম্প্রতিক ঘটনা যে এখনও তার প্রভাব মাপার সময় আসেনি। ফলে তাঁরা জেলা ভিত্তিক মানব - উন্নয়ন সূচকই নির্ণয় করেছেন জেলাগুলির আপে(ক অবস্থান নির্ধারণের জন্য।

মানব-উন্নয়ন সূচক নির্ণয়ে ইউ.এন.ডি.পি. কে অনুসরণ করে তাঁরা মানব-উন্নয়নের তিনটি মূল দিককে বেছে নিয়েছেন। ক) দীর্ঘ ও নিরোগ জীবন, যা মাপা হয় প্রত্যাশিত আয়ু দ্বারা(খ) শি(া - যা মাপা হয় বয়স্ক সা(রতার হার দ্বারা (ভার-মান দুই-তৃতীয়াংশ) এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশি(ায় নথিভুক্তি(করণের দ্বারা (ভার-মান এক - তৃতীয়াংশ) এবং গ) স্বচ্ছল জীবনযাত্রার মান , যা মাপা হয় মাথাপিছু আয় দ্বারা।

প্রত্যাশিত আয়ুর জেলা ভিত্তিক মান না পাওয়ায় গবেষকরা বিকল্প মান হিসাবে শিশুর বেঁচে থাকার হার (Infant Survival Index) কে ব্যবহার করছেন। তাদের হিসাবে ১০০ থেকে শিশু মৃত্যুর হার বিয়োগ করলে শিশুর বেঁচে থাকার হার পাওয়া যায় (জনগণনা ১৯৯১)। এই হারের ভিত্তিতে ইউ.এন.ডি.পি. নির্ধারিত সংকেত (formula) অনুযায়ী তাঁরা শিশুর বেঁচে থাকার সূচক নির্ণয় করেছেন।

একই ভাবে শি(াসূচক নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল জেলা ভিত্তিক মোট নিবন্ধীকরণের তথ্য। তার অভাবে বিকল্প মান হিসাবে নেওয়া হয়েছে ৬-১৪ বছরের শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির তথ্য। এখানেও শি(াসূচক নির্ধারণ করা হয়েছে ইউ.এন.ডি.পি.র সংকেত অনুযায়ী।

সাধারণত জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করতে হলে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে বিবেচনা করতে হবে। জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে আলোচ্য গবেষণায় জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে বিবেচনা করা হয়েছে।

ইউ.এন.ডি.পি.-র পদ্ধতিতে এই তিনটি পৃথক সূচক থেকে মানব-উন্নয়ন সূচক নির্ণয়ের সংকেত হল ঃ —

মানব উন্নয়ন = ১/৩ (শিশুর বাঁচার সূচক) + ১/৩ (শি(া সূচক) + ১/৪ (জেলার আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সূচক)

গবেষণায় নির্ণীত মানব - উন্নয়ন সূচক সারণী-৫.৩৪ এ দেওয়া হ'ল। এই সূচকের ভিত্তিতে রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে প্রথম স্থান কলকাতার। সামগ্রিক ভাবে দ্বিতীয় স্থান এবং কলকাতা ছাড়া অন্য জেলাগুলির মধ্যে প্রথম স্থান হুগলী জেলার। সর্বনিম্ন স্থানে আছে উত্তর দিনাজপুর জেলা। মুর্শিদাবাদ জেলার স্থান ষোড়শ।

সারণী- ৫.৩৪

তুলনামূলক মানব উন্নয়ন সূচক

জেলা	শি(া সূচক	শিশুর বাঁচার সূচক	জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন সূচক	মানব উন্নয়ন সূচক	স্থান
কলকাতা	১.০০০	১.০০০	১.০০০	১.০০০	১
হুগলী	০.৭৮৭	০.৭২৮	০.৭৩১	০.৭৪৯	২
মুর্শিদাবাদ	০.১৪৯	০.৩০০	০.২৪৩	০.২৩১	১৬
উত্তর দিনাজপুর	০.০১৬	০.১২৮	০.০০০	০.০৪৮	১৮

সূত্র ঃবি(েজিৎ চ্যাটার্জী ও দিলীপ কুমার ঘোষ, 'ইন সার্চ অব্ এ ডিষ্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স'

স্বনিযুক্তি(প্রকল্পে মহিলাদের কর্মসংস্থান ——

কোন দেশের উন্নয়নের একটি অন্যতম প্রধান ল(্য হ'ল সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের সামাজিক বৈষম্যের দূরীকরণ। আমাদের সমাজে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শি(াগত, স্বাস্থ্যগত, আইনগত সমস্ত দিক দিয়েই মহিলারা বিশেষভাবে বঞ্চিত। মহিলাদের এই অবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের নারী ও পু(ষ উভয়ের মধ্যেই লিঙ্গবৈষম্য সম্বন্ধে সংবেদনশীলতা (Gender sensitivity) বাড়ানো প্রয়োজন এবং সেখানে সমাজের প্রায় অর্ধেক অংশ মহিলা, উন্নয়নের প্রক্রি(য়ায় তাদের সক্রি(য় অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। পিছিয়ে পড়া মহিলারা সমাজে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে তখনই যখন তারা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে এগোবে বা নিজেদের (জি রোজগারের বন্দোবস্ত করতে পারবে।

মহিলারা বাড়ীতে রোজ যে কাজ করে -- যার অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্য অনেকখানি -- তা কিন্তু রোজগার হিসাবে ধরা হয় না। সেই কারণে জনগণনার হিসেবে ১৯৭১, ১৯৮১ ও ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ মহিলাদের মাত্র ৪.৬%, ৮.১%, ও ১০.৫% কর্মী হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল যা মোট কর্মীর সংখ্যার তুলনায় ৮.২, ১৪.২ ও ১৯.২ শতাংশ, অথচ উন্নত দেশে মহিলাকর্মীর সংখ্যা ৪০ শতাংশের বেশী। সারা পৃথিবীতে মোট রোজগারের কুড়ি ভাগের মাত্র এক ভাগ পায় মহিলারা আর মোট সম্পদের ১ শতাংশ মাত্র আছে নারীদের অধিকারে। এই সমস্ত তথ্য থেকে অর্থনৈতিক (ে ত্রে মহিলাদের অবস্থান যে কত দুর্বল তা আন্দাজ করা যায়।

রোজগার করতে পারলে পরিবারে (সমাজেও) মহিলার গু(ত্ব, স্বাধীনতা ও মর্যাদা বাড়ে। পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রি(য়ায় নিজের ও শিশুদের সমস্যা ও প্রয়োজনের দিকগুলি তুলে ধরার সুযোগ বাড়ে। স্বনির্ভর নারী অনেক লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের মোকাবিলা করতে পারে। সুতরাং পরিকল্পিত ও সংগঠিতভাবে নারীকে কর্মী, উদ্যোক্ত(া ও উৎপাদক হিসাবে উন্নয়নের মূলস্রোতে যুক্ত(করা একান্তভাবে আবশ্যক।

২০০১ সালের জনগণনায় মুর্শিদাবাদের মোট জনসংখ্যা হয়েছিল ৫৮,৬৩,৭১৭ যার মধ্যে পু(ষের সংখ্যা ৩০,০৪,৩৮৫ এবং মহিলাদের সংখ্যা ২৮,৫৯,৩৩২ এর মধ্যে প্রধান কর্মী হিসেবে আসতে পারেন ৭.৮৬ শতাংশ মহিলা যাদের সংখ্যা কমপ(ে ২,৮৬,৮০১, আর অপ্রধান কর্মী হিসাবে আসছেন প্রায় ৬৮.৪৯ শতাংশ মহিলা।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত আমাদের জেলাতেও মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন স্বনিযুক্তি(প্রকল্পের ব্যবস্থা আছে। অধিকাংশ মহিলা তথা সাধারণ মানুষের এইসব কর্মসূচীর ল(্য, উদ্দেশ্য এবং এগুলির আওতায় কী কী সুবিধা পাওয়া যায় এবং তার জন্য কিভাবে কোথায়, কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়, সে বিষয়ে সম্যক ধারণা নেই। এর মধ্যে কিছু প্রকল্প আছে যেগুলো বিশেষভাবে মহিলাদের জন্যই পরিকল্পিত, কিছু প্রকল্পে মহিলাদের জন্য বিশেষ সুবিধা দানের ব্যবস্থা আছে। আবার কিছু প্রকল্প মহিলা ও পু(ষ উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত(।

ডি.আর.ডি.এ. বা জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত যে তিনটি প্রকল্প দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষকে স্বনির্ভর প্রকল্পে যুক্ত(করতে বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সেগুলি হ'ল যথাক্র(মে আই.আর.ডি.পি., ডোকরা এবং ট্রাইসেম। বর্তমানে এই তিনটি প্রকল্পের পরিবর্তে এর মূলনীতিগুলিকে সমন্বিত করে একটি নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে যার নাম হ'ল স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা বা সং(েপে এস.জি.এস.ওয়াই। এই নতুন প্রকল্পটির বর্ণনায় যাওয়ার আগে পুরোনো তিনটি প্রকল্পের সং(িপ্ত আলোচনা এবং আমাদের জেলায় তার প্রায়োগিক সাফল্যের বিবরণ প্রাসঙ্গিকই হবে।

১৯৭৬ সালে পরী(ামূলকভাবে দেশের ২০টি জেলায় আই আর ডি. পি. (Integrated Rural Development Programme) চালু করা হয়। আমাদের জেলাতে ১৯৮০ সাল থেকে এই কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছিল এবং এটি চালু ছিল ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছর পর্যন্ত।

আই আর ডি. পি. তে কোন জেলায় মোট যত উদ্যোগী বাছাই করা হ'ত তার মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ মহিলা উদ্যোগী হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। যদিও বাস্তবে দেখা গেছে খুব কম সংখ্যক মহিলা উদ্যোক্ত(াকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। আবার সপ্তম পরিকল্পনাকালে সংর(েণের দ(ণ কিছু নারী উদ্যোক্ত(াকে এই কর্মসূচীতে আনা গেলেও তাদের মাথাপিছু ঋণ ও অনুদানের হার কম ছিল। তুলনামূলকভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার চিত্রটি কিছুটা আশাব্যঞ্জক। বিগত কয়েকবছরের তথ্য থেকে তা পরিষ্কার হয়।

১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে মহিলা উদ্যোক্ত(ারা ছিলেন মোট উদ্যোক্ত(াদের ২২.১৬ শতাংশ। ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে মোট উদ্যোক্ত(াদের মধ্যে শতাংশের বিচারে মহিলারা ছিলেন ৪৫.৫০ শতাংশ যা বাঞ্ছনীয় মাত্রার চেয়ে বেশী। ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রদত্ত আর্থিক অনুদানের মাত্র ২০.৮১ শতাংশ অর্থ পেয়েছিলেন মহিলা উদ্যোক্ত(ারা। ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৪৬.০১ শতাংশে (সারণী- ৫.৩৫ দ্রষ্টব্য)।

সারণী -৫.৩৫
আই আর ডি পি প্রকল্পে মহিলা উদ্যোগী

আর্থিক বৎসর	সামগ্রিক সাফল্য ব্যক্তি(সংখ্যা	সামগ্রিক সাফল্য আর্থিক অনুদান (ল( )	মহিলা প্রাপকদের সংখ্যা ব্যক্তি(সংখ্যা	মহিলা প্রাপকদের সংখ্যা আর্থিক অনুদান (ল( )	মহিলা প্রাপকদের শতকরা অনুপাত	প্রাপ্ত অনুদানের শতকরা হিসাব
১৯৯৫-৯৬	১৩৬২৭	৪১৯.৪৮	৩০২০	৮৭.০০	২২.১৬	২০.৮১
১৯৯৬-৯৭	৯০৭১	৩৬৯.০২	৩৩২০	১৩৮.০৬	৩৬.৬০	৩৬.৫৯
১৯৯৭-৯৮	৬৮০২	৩১৮.০৫	২৯৯৪	১৩৯.৫৭	৪৪.০১	৪৩.৮৮
১৯৯৮-৯৯	৪৫০৭	২১৯.১০	২০৫৩	১০০.৮২	৪৫.৫০	৪৬.০১

সূত্র ঃ প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর, ডি আর ডি সেল, মুর্শিদাবাদ

ডি.আর.ডি.এ.'র তত্ত্বাবধানে শুধুমাত্র মহিলা ও শিশুদের উন্নতির দিকে ল(্য রেখে যে প্রকল্পটি চালু হয়েছিল সেটি হল গ্রামীণ নারী ও শিশু বিকাশ কর্মসূচী (Development of Women & Children in Rural Areas) ইংরাজী শব্দগুলির আদ্য(র জুড়ে সং(েপে এটিকে ডোকরা কর্মসূচী বলা হ'ত এবং এই নামেই এই প্রকল্পটি সমধিক পরিচিত ছিল। ১৯৮২-৮৩ সালে সারাদেশের কয়েকটি জেলায় আই.আর.ডি.পি.-র উপপ্রকল্প হিসেবে ডোকরা শু(হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথমে ১০টি ব্লকে এই কর্মসূচী রূপায়ণ শু(হয়। পরবর্তীতে জেলার সব ব্লকেই এই কর্মসূচী চালু হয়।

ডোকরার ল(্য ছিল গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারে নারী ও শিশুদের সার্বিক বিকাশ। বহুমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়। যেমন ঃ ১) গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র নারীরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলি সমাধানের জন্য সংগঠিত হওয়া। ২) নিজেদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। ৩) দলগতভাবে কোন অর্থনৈতিক কাজ ক'রে নিজেদের (জি-রোজগার বাড়ানো। ৪) বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মসূচীর সম্বন্ধে জানা এবং সেইসব পরিষেবার সুবিধা দলগতভাবে নেওয়া। মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ঘটলে, তাদের সচেতনতা বাড়লে শিশুরাও পরো(ভাবে এই কর্মসূচী দ্বারা উপকৃত হ'ত।

এই প্রকল্পে ১৫ জন মহিলাকে সংগঠিত করে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হ'ত এবং তাদের দলকে যৌথভাবে এককালীন ১৫,০০০টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হত। তারপর দলটি স্থায়ী ও শক্তি(শালী হয়ে উঠলে আরও ১০,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হ'ত। উদ্দেশ্য ছিল এই যৌথ তহবিলকে আবর্তনীয় তহবিল হিসেবে ব্যবহার করে অল্প হলেও ঘরে বসে কিছু আয়ের সংস্থান করা। অন্যান্য দারিদ্র দূরীকরণ ও সমাজকল্যাণমূলক পরিষেবা গুলির সঙ্গে ডোকরার সমন্বয় ঘটলে কতকগুলি পরিবারের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হ'ত। আমাদের জেলায় বিগত কয়েক বছরে ডোকরা পরিষেবার অধীনে কতজনকে আনা গেছে তার একটি পরিসংখ্যান সারণী- ৫.৩৬ এ দেওয়া হ'ল।

ট্রাইসেম (Training of Rural Youth for Self-Employment) স্বনিযুক্তি(র জন্য গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের প্রশি(ণ দানের উদ্দেশ্যে ডি.আর.ডি.এ.-র তত্ত্বাবধানে কৃত একটি প্রকল্প। ১৯৮০ সাল থেকে সারা দেশে এই প্রকল্প চালু হয়েছিল। সাধারণতঃ আই.আর.ডি.পি. বা ডোকরাতে যাদের উদ্যোগী হিসাবে প্রশি(ণ দেওয়া হ'ত, তাদের কারিগরী দ(তা বৃদ্ধির জন্য এই কর্মসূচীর অধীনে প্রশি(ণ দেওয়া হ'ত। মহিলাদের জন্য এই প্রকল্পে ৪০ শতাংশ সং(েণর ব্যবস্থা ছিল। প্রশি(ণ চলাকালীন শি(ার্থীদের ভাতা দেওয়া হ'ত। ১৮ থেকে ৩৫ বছর এবং বিশেষ কিছু (ে ত্রে ১৬ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মহিলা ও পু(ষেরা এই প্রকল্পে শুধুমাত্র প্রকৌশলিক জ্ঞান বৃদ্ধি করে নিজেরাও রোজগার করতে পারতেন (সারণী- ৫.৩৭ দ্রষ্টব্য)।

১৯৯৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে আই.আর.ডি.পি., ট্রাইসেম এবং ডোকরা প্রকল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার পরিবর্তে যে প্রকল্পটি চালু হয়েছে তার নাম হল স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (এস.জি.এস.ওয়াই)। এটি একটি সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা যার বহুমুখী ত্রি(য়ার মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলিকে দারিদ্রসীমার ওপরে উন্নীত করা সম্ভব।

এই প্রকল্পের ল(্য হল গ্রামীণ এলাকায় প্রচুর সংখ্যায় (ুদ্র উদ্যোগ স্থাপন করে ঐ এলাকায় দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী (বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত() পরিবারগুলির আয় বাড়ানো, যাতে প্রতিটি স্বরোজগারী পরিবার আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে মাসে অন্তত ২,০০০ টাকা করে রোজগার করতে সমর্থ হয়। এই প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে কোন একটি ব্লকের মূল অর্থকরী

সারণী -৫.৩৬

জেলায় ডোকরা প্রকল্প

বছর	দল বা গ্রুপ গঠিত হওয়ার সংখ্যা	যতজন মহিলা এই প্রকল্পে যুক্ত(হয়েছেন	তঃ জাঃ / তঃ উঃ জাঃ ও সাধারণ সংখ্যা	কত টাকা আবর্তিত তহবিল ছাড়া হয়েছে (ল(টাকায়)
১৯৯৩-৯৪	৩১	৪৬৫	তঃ জাঃ - ১০৬ তঃ উঃ জাঃ- ৩ সাধারণ - ৩৫৬	৩.৫০
১৯৯৪-৯৫	৮	১২০	তঃ জাঃ - ১৫ তঃ উঃ জাঃ- ১৫ সাধারণ - ৭০	১.৮২
১৯৯৫-৯৬	২	৩০	সাধারণ - ৩০	০.১৫
১৯৯৬-৯৭	৮৫	১১৬৮	তঃ জাঃ - ১২৩ সাধারণ - ১০৪৫	৪.৬৫
১৯৯৭-৯৮	১১৪	১৫৪৩	তঃ জাঃ - ১২৩ সাধারণ - ১৪২০	৮.১০
১৯৯৮-৯৯	৩২	৪৪৫	তঃ জাঃ - ৩৭ সাধারণ - ৪০৮	৪.২০

✶১৯৯৯-২০০০ সালে ২ টি দল হয়। এই বছরই প্রকল্পটি পরিবর্তিত হয়ে এস.জি.এস.ওয়াই. প্রকল্প চালু হয়।

সূত্র ঃ প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর, ডি আর ডি সেল, মুর্শিদাবাদ

সারণী -৩

ট্রাইসেম প্রকল্পের প্রশি(ণ ও প্রশি(ণার্থী

বছর	প্রশি(ণার্থীর সংখ্যা	প্রশি(ণবাবদ খরচ (ল(টাকায়)	মহিলা প্রশি(ণার্থীর সংখ্যা	স্বনিযুক্ত(হয়েছেন এমন মহিলার সংখ্যা
১৯৯৪-৯৫	১০০৬	২৮.১৭	২৬০	২০০
১৯৯৫-৯৬	১০১০	২৫.২৫	৩৬১	৩০২
১৯৯৬-৯৭	১১১৬	২৫	৮৮৪	৫২৩
১৯৯৭-৯৮	৮০০	১৮.১১	-	৪৬৩
১৯৯৮-৯৯	৭২০	৮.০৭	১৫৬	১০৯

সূত্র ঃ প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর, ডি আর ডি সেল, মুর্শিদাবাদ

উদ্যোগগুলি চিহ্নি(ত করা প্রয়োজন হয়। স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার, স্থানীয় দ(তা এবং স্বরোজগারীদের ঝোঁক, চালু পরিকাঠামো এবং বাজারে বিত্রি(র সুবিধা প্রভৃতির দিকে ল(্য রেখে উদ্যোগগুলি চিহ্নি(ত করা হয়। ঋণ দু'ভাবে দেওয়া যায়-দলগত এবং ব্যক্তি(গত প্রকল্পে, তবে এই প্রকল্পে দলগত প্রকল্পের ওপরই মূল ল(্য দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের উপভোক্ত(া হিসেবে যতজন স্বরোজগারী নির্বাচিত হবেন তার ৪০ শতাংশ মহিলা হওয়া প্রয়োজন। কোন একটি আর্থিক বছরে কোন জেলায় যতগুলি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরী হবে তার ৫০ শতাংশ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী হওয়া দরকার।

বর্তমানে বিভিন্ন ব্লকে এলাকায় কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা এন. জি.ও. এই স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংগঠিত করার কাজে সহায়তা করছে। এই প্রকল্পটি নতুন চালু হওয়ার গ্রামাঞ্চলে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে এর প্রচার হয় নি। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা যে বাড়ছে তা বিগত দুই আর্থিক বছরের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাবে (সারণী-৫.৩৮ দ্রষ্টব্য)।

ডোকরা প্রকল্পের অধীনে যে মহিলা দলগুলি সংগঠিত

সারণী - ৫.৩৮
স্বর্ণ জয়ন্তী স্বরোজগার যোজনা

	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১
ক) গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা	২৯৭ (পুরনো ২৭৪টি ডোকরা গ্রুপ নিয়ে)	১৯৭
খ) প্রথম মূল্যায়নে পাশ করেছে এমন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা	২২	৩৯
গ) দ্বিতীয় মূল্যায়নে পাশ করেছে এমন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা	১১	১৯
ঘ) ব্যাঙ্কে ঋণের জন্য আবেদন পাঠানো হয়েছে এমন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা	-	১৫
ঙ) ব্যাক্তি(গত ঋণেব আবেদনের সংখ্যা	৫৭১৩	৪৪৫
চ) ব্যাঙ্কে অনুমোদন প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	৫৭১৩	৩৯০
ছ) আবর্তনীয় তহবিল প্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা	-	৩৬
জ) দলগতভাবে এবং ব্যক্তি(গতভাবে যতজন স্বরোজগারী ভর্তুকী পেয়েছেন	৫৭১৩ (ব্যক্তি(গত)	৫৯৮
এ() মোট বরাদ্দকৃত ভর্তুকীর পরিমাণ	২৭৭.৯৩ ল(টাকা	৩৯.২৩ ল(টাকা

সূত্র ঃ প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর, ডি আর ডি সেল, মুর্শিদাবাদ

সারণী-৫.৩৯
অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের স্বনিযুক্তি(প্রকল্প

আর্থিক বছর	মোট অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	মহিলা উদ্যোগীর সংখ্যা	মোট মঞ্জুরীকৃত ঋণ (ল(টাকায়)	মহিলা উদ্যোগী দ্বারা প্রাপ্ত ঋণ (ল(টাকায়)
১৯৯৯-২০০০	২১	-	১১.২৮	-
২০০০-২০০১	১৯	১	১১.৬৩	০.৬০

সূত্র ঃ ১) জেলা কল্যাণ আধিকারিক, অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ, ২) জেলা ম্যানেজার, পশ্চিমবঙ্গ তপসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম।

হয়েছিল, সেই সব দলগুলিই মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী হিসেবে এস.জি.এস.ওয়াই.-এর প্রকল্পে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে এবং ভবিষ্যতে ঋণের সুযোগ পাবে।

অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের অধীনে জেলাস্তরে নিম্নলিখিত অফিসগুলি অনগ্রসর সম্প্রদায়, তপসিলী জাতি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্যে উন্নয়ন কর্মসূচী গুলি রূপায়িত করেছেন--

১। প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা কল্যাণ আধিকারিক, অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ,

২। জেলা ম্যানেজার, পশ্চিমবঙ্গ তপসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম।

প্রথমোক্ত(আধিকারিকের কার্যালয় থেকে অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত(মানুষকে স্বনিযুক্তি(প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য সহজ শর্তে ঋ ণ দেওয়া হয়। সাধারণভাবে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮৫ শতাংশ বহন করে জাতীয় অনগ্রসর সম্প্রদায় বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম (NSFDC), ১০ শতাংশ বহন করে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (WBCDFC) এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ ঋণগ্রহীতাকে নিজস্ব বিনিয়োগ করতে হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা পু(ষ উভয়েই ঋণ পেতে পারেন। কিন্তু আমাদের জেলায় এই প্রকল্পে মহিলা উদ্যোগীদের অংশগ্রহণ খুবই কম। গত দু'বছরের পরিসংখ্যান থেকে তা বোঝা যায় (সারণী-৫.৩৯ দ্রষ্টব্য)।

স্বর্ণীমা ঃ অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত(মহিলাদের স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ প্রকল্প আছে যার নাম স্বর্ণীমা। এই প্রকল্পে মহিলা উদ্যোগীরা যে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকেন তা হ'ল— এক লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের (ে ত্রে উদ্যোগীকে নিজস্ব লগ্নী

করতে হয় না এবং ঋণের ওপর সুদের হার মাত্র ৪%।

মাইক্রো ক্রেডিট ফিনান্সিং — এই প্রকল্পটি প্রধানত মহিলা উদ্যোগীদের জন্য চালু করেছে এন. বি. এফ. ডি. সি.। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম সরাসরি কোন এন. জি. ও.-র মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে তাদের দ্বারা প্রকল্প রূপায়িত করে। প্রকল্প ব্যয়ের ৯০% ঋণ হিসেবে পাওয়া যায় এবং ১০% উদ্যোগীকে দিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গ তপসিলী জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের জেলা ম্যানেজারের তত্বাবধানে তপসিলী জাতির উন্নয়নের জন্য আছে বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Special Component Plan বা SCP) এবং তপসিলী উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য আছে আদিবাসী উপ-পরিকল্পনা (Tribal Sub Plan বা TSP)। প্রতি বছর যত সংখ্যক উদ্যোগী এই প্রকল্পগুলির অধীনে ঋণ পান, তার মধ্যে ৩০ শতাংশ মহিলা উদ্যোগীদের জন্য সংরক্ষিত থাকার কথা। চালু প্রকল্পগুলি হ'ল- বলদ ও গাড়ী, গাভী পালন, মুদির দোকান তৈরী, সাইকেল ভ্যান ক্রয়, টেলারিং, রেডিও মেরামত ইত্যাদি কর্ম কান্ডের জন্য ঋণ প্রদান এই কার্যালয় থেকে জাতীয় তপসিলী বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম পরিচালিত প্রকল্পেরও তত্ত্বাবধান করা হয়। চালু প্রকল্পগুলি হ'ল— পাওয়ার টিলার ক্রয়, ট্রাক্টর ক্রয়, গাভী ক্রয়, রেডিমেড পোষাক তৈরী, পোলট্রি, কাঠের কাজ, ট্রেকার ক্রয় ইত্যাদি কর্ম কান্ডের জন্য ঋণ প্রদান। সাফাই কর্মীদের পরিবারের লোকজনের স্বনিযুক্তির জন্য জাতীয় সাফাই কর্মী প্রকল্প আছে। চালু প্রকল্পগুলি হ'ল—শুকর পালন, গো-পালন, কাঁচামালের ব্যবসা, মুদির দোকান ইত্যাদি।

মুর্শিদাবাদ জেলার রেশম চাষের ইতিহাস সুপ্রাচীন। রেশমশিল্পে মূল শ্রমশক্তি হিসেবে মহিলারাই রয়েছেন। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, রেশমচাষে নিযুক্ত মানুষের ৭০ শংতাংশই মহিলা। মূলত জমি তৈরী ছাড়া তুঁত বাগানের সব কাজেই মহিলারা সক্রিয় সহযোগিতা করেন। আর রেশমকীট পালনের গুটি তৈরী হয়ে গেলে সেগুলি বাজারজাত করার জন্য আঁশ ছাড়ানো ও বাছাই করার কাজ সবটাই মেয়েরা করেন। কিন্তু রেশম চাষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও চাষের উপার্জন থেকে তারা অনেক সময় বঞ্চিত হন, কারণ উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে পুরুষরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, সেখানে মহিলারা অংশ নিতে পারেন না।

সারণী-৫.৪০

জেলায় এস.সি.পি এবং টি. এস. পি.-র পরিসংখ্যান

প্রকল্পের নাম	আর্থিক বছর	মোট অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	মহিলা উদ্যোগী দ্বারা পরিচালিত প্রকল্পের সংখ্যা
এস. সি. পি.	১৯৯৮-৯৯	১১৩০	৩৭৫
	১৯৯৯-২০০০	১৭৩১	৫৬৫
টি. এস. পি.	১৯৯৮-৯৯	৭৯	২৫
	১৯৯৯-২০০০	৫২	৩৪

সূত্র ঃজেলা ম্যানেজার, পশ্চিমবঙ্গ তপসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম।

এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে মহিলারা যাতে রেশমশিল্পে যুক্ত হয়ে স্বনির্ভরতার পথে অগ্রসর হতে পারেন তার জন্য রেশমশিল্প অধিকার কতকগুলো প্রকল্প চালু করেছেন। যেমন ঃ

১। রেশমশিল্পে ঋণ প্রদান— সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে রেশম শিল্পীদের ঋণ প্রদান করা হয়, যার মধ্যে আই. আর. ডি. পি.র নিয়ম মেনে থাকছে সরকারী ভর্তুকী, যাতে মহিলাদের বিশেষভাবে যুক্ত করা যায়। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে যৌথ পাট্টা প্রদান, পরিবারের পুরুষ ও মহিলা উভয়ের নামে ঋণ অনুমোদনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

সারণী-৫.৪১

রেশম শিল্প দপ্তরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লগ্নীকৃত টাকার পরিমাণ (টাকা)
কৃষক প্রশিক্ষণ	২২৫	২০৬	৯৭,৬২৫.০০
মহিলাদের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ	১৮০	১৪২	২৮,৪০০.০০
প্রতিষ্ঠানিক অর্থ সাহায্য	২৭০	২৯	১,০০,০০০.০০
সুতো কাটার প্রশিক্ষণ	২৫	২	—

* মহিলাদের পৃথক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি।

সূত্র ঃ রেশম শিল্প অধিকার

সারণী-৫.৪২
প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা বিষয়ক তথ্য

আর্থিক বছর	ল(্যমাত্রা	ব্যাঙ্কে প্রেরিত আবেদনপত্র		ব্যাঙ্ক অনুমোদিত আবেদনপত্র		মোট বিনিয়োগ
		মোট সংখ্যা	মহিলা	মোট সংখ্যা	মহিলা	
১৯৯৮-৯৯	১০০০	৭৮৯	৬০	২৮৭	২০	১৫৩.৫৩ ল(
১৯৯৯-২০০০	১০০০	১২০১	১৩১	৩০০	১৩	১৬০.৪১ ল(
২০০০-২০০১	১০০০	৯১২	১১৩	১৮৪	১০	২২.৬০ ল(

সূত্র ঃ জেলা শিল্প কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ

২। বিভিন্ন ধরণের প্রশি(ণ দিয়ে এই শিল্পে যুক্ত(মহিলাদের কলাকৌশলগত দ(তাবৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। যেমন ঃ কৃষি প্রযুক্তি(প্রশি(ণ, রেশম সুতো এবং মটকাসুতো কাটার প্রশি(ণ ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রশি(ণ চলাকালীন শি(ার্থীদের প্রশি(ণ ভাতাও দেওয়া হয়।

৩। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন ক'রে তাদের সমষ্টিগত চেতনাবোধ বৃদ্ধি করা এবং যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে উপার্জনের সুযোগ ক'রে দেওয়া। রেশমশিল্প দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকগণ এই গোষ্ঠীগুলির তত্ত্বাবধান করেন। প্রয়োজনে উন্নতমানের যন্ত্রপাতিও সরবরাহ করা হয়।

এই জেলায় রেশমশিল্প দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে ১৯৯৯-২০০০ সালের কাজের পরিসংখ্যান সারণী- ৫.৪১ এ দেওয়া হয়েছে।

জেলা শিল্প কেন্দ্রের (DIC) মাধ্যমেও স্বনির্ভরতার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে ত(ণ ত(ণীদের ঋণ ও অনুদান দেওয়া হয়। যে প্রকল্পগুলি এই দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়িত হয় তার মধ্যে অন্যতম হল প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা (PMRY)। এই প্রকল্পের আওতায় (ুদ্র শিল্প ইউনিট স্থাপন বা পরিষেবার কাজ বা ব্যবসা করার জন্য ঋণ পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সরকার নারীদের জন্য প্রায় একশো বিষয়ের ওপর প্রকল্প তৈরীর পরামর্শ দিয়েছে। মহিলা উদ্যোগীরা যাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই প্রকল্পের সুযোগ পায় সে ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ আছে।

আমাদের মুর্শিদাবাদের জেলায় বিগত কয়েক বছরে এই প্রকল্প রূপায়ণের পরিসংখ্যান সারণী- ৫.৪২ এ দেওয়া হ'ল।

ঐ পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে পি. এম. আর. ওয়াই-এর রূপায়ণ যথেষ্ট সংখ্যায় হতে পারছে না, যদিও দপ্তর থেকে আবেদনপত্র যথেষ্ট সংখ্যায় ব্যাঙ্কে পাঠানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে ব্যাঙ্কের ভূমিকা যথেষ্ট সদর্থক নয়।

আর. ই. জি. পি (REGP : Rural Employment Generation Programme) খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের একটি প্রকল্প। এটিই রূপায়িত হয় এই দপ্তরের মাধ্যমে। এই প্রকল্পেও গ্রামাঞ্চলের পু(ষ ও মহিলা উভয় ধরণের উদ্যোগীরাই ঋণ পেতে পারেন। ব্যক্তি(গত, সংস্থাগত বা সমবায়ভিত্তিক ভাবেও এই ঋণ পাওয়া যায়।

ঋণের পরিমাণ ব্যক্তি(গত (ে ত্রে সর্বাধিক ১০ ল(টাকা পর্যন্ত এবং যৌথ বা সংস্থাগত প্রকল্পের (ে ত্রে ২৫ ল(টাকা পর্যন্ত। সাধারণতঃ মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১০% উদ্যোগীর নিজস্ব বিনিয়োগ থাকতে হয়, ২৫ শতাংশ পাওয়া যায় ভর্তুকী হিসাবে, আর বাকীটা ব্যাঙ্ক-ঋণ। মহিলাদের (ে ত্রে যে বিশেষ সুবিধা আছে সেটা হ'ল- মহিলা উদ্যোগীকে নিজস্ব বিনিয়োগ করতে হবে ৫ শতাংশ, ভর্তুকী হিসেবে পাবেন ৩০ শতাংশ।

এছাড়া Bengal State AID Industries Act-এর অধীনেও জেলা শিল্প কেন্দ্র থেকে মহিলা এবং পু(ষ উদ্যোগীরা (ুদ্র ঋণ পেতে পারেন স্বনিযুক্তি(র জন্য। এছাড়া এ. ই. পি. বা Additional Employment Programme-এর অধীনেও DIC-র মারফৎ ঋণ পাওয়া যায়। নতুন আর একটি প্রকল্প চালু হয়েছে যার নাম এস. আই. এস. বা State Incentirve Scheme। এই প্রকল্পে যে কোন (ুদ্রশিল্প স্থাপনের (ে ত্রে স্থায়ী মূলধনের ২৫% ভর্তুকী হিসাবে পাওয়া যায়।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ (Animal Resources Development) দপ্তরের অধীনে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করানোর উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে মহিলা দোহ সমবায় প্রকল্প নামে একটি বিশেষ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের নারী, গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি পালনের সঙ্গে যুক্ত(থাকে। তারা এই সমবায়ের সদস্য হতে পারবে, যদি তাদের বয়স ১৮-র বেশি থাকে। যাদের গাড়ী নেই তারাও বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প যেমন ঃ

SGSY, SCP, TSP ইত্যাদি মারফৎ ঋণ ও অনুদানের মাধ্যমে গাড়ী সংগ্রহ করতে পারেন। দোহ সমবায় সমিতির মাধ্যমে দুধ-বিত্র(য়, গো-প্রজনন ও পশুস্বাস্থ্য সুর(া ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়া যাবে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় দি ভাগীরথী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসারস্ ইউনিয়ন লিমিটেড এই দোহ সমবায়গুলির তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা হিসেবে কাজ করে। এই জেলায় এ পর্যন্ত ৫২টি এই ধরণের মহিলা সমিতি চালু আছে। জেলার ২৬ টি ব্লকের মধ্যে ১৭ টি ব্লকে এই সমবায়গুলি চলছে। এই সমবায়গুলির সদস্যরা নিজস্ব (ুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে যৌথ তহবিল গঠন করেছে। এদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশি(ণ দেওয়া হয়েছে, যেমন সার্বিক সা(রতা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের সুর(া। এছাড়া পশু স্বাস্থ্য সুর(ার জন্য ঠিক সময়ে টিকা প্রদান, কৃত্রিম উপায়ে পশুদের প্রজনন, পশুখাদ্য সংস্থান ইত্যাদি বিষয়ের প্রশি(ণ, নিয়মিত এদের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করা ভাগীরথী কো-অপারেটিভ-এর আধিকারিক ও কর্মীরাই করে থাকেন। বর্তমান আর্থিক বছরে তারা আরও ১৫টি মহিলা সমবায় গঠনের ল()মাত্রা নিয়েছেন, যার মধ্যে ৮টি ইতিমধ্যে সংগঠিত হয়েছে, আর ৭টি সংগঠিত করার কাজ চলছে।

এছাড়াও প্রাণীবিকাশ দপ্তরের অন্যান্য কাজের মধ্যে আছে হাঁস, মুরগি, ছাগল, গাভী ইত্যাদি পালন সম্বন্ধে প্রশি(ণ দেওয়া, দরিদ্র পরিবারের মধ্যে হাঁস ও মুরগির বাচ্চা বিতরণ, পশুখাদ্য চাষের জন্য বীজ ইত্যাদি বিতরণ, সংকর জাতের পু(ষ ছাগল ও ভেড়া বিতরণ ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের মহিলারা এই সব প্রকল্পের আওতায় এসে কিছু উপার্জন করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (WBMDFC) নামক সংস্থার অধীনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত(উদ্যোত্ত(াদের স্বনিযুক্তি(র উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হয়। পরিশোধ করলে সুদের হার কমে ৭ শতাংশ হয়। এই জেলায় ১৯৯৭-৯৮ থেকে ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত ৬০৪ জন ব্যক্তি(কে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়েছে (মোট ৩১০৯ কোটি টাকা), যার মধ্যে ৩৭ জন হচ্ছেন মহিলা উদ্যোগী যারা মোট ঋণ পেয়েছেন ২০.৫ ল(টাকা।

শহরাঞ্চলের মহিলারা পৌরসভার নগর প্রকল্প আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে পৌরসভার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ ও ভর্তুকীর সহায়তা নিতে পারেন। এছাড়া যোগাযোগ করতে পারেন District Urban Development Authority বা DUDA-র ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে।

জেলা যুব কল্যাণ দপ্তর শহরাঞ্চলের বেকার যুবক-যুবতীদের উপার্জনে সহায়তা করার জন্য বেশ কিছু বৃত্তিমূলক প্রশি(ণের ব্যবস্থা করে । এছাড়াও গত আর্থিক বছর থেকে এই দপ্তর 'বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলের শিল্প স্থাপন, ব্যবসা, পরিষেবা ইত্যাদি (ুদ্র ইউনিটের বৃদ্ধি ঘটিয়ে বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভরতার সুযোগ তৈরী করা। ব্যক্তি(গত প্রকল্পটিকে 'আত্মমর্যাদা' এবং দলগত প্রকল্পটিকে 'আত্মসম্মান' নামে অভিহিত করা হচ্ছে। ২০০১-০২ আর্থিক বছরের ৫২৫ জন যুবক-যুবতীকে এই প্রকল্পের আওতায় ঋণের সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

শিশু শ্রমিক ঃ একটি অঞ্চল ভিত্তিক সমী(া

বিভিন্ন দেশে আর্থ-সামাজিক কাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সব দেশেই কিছু সংখ্যক শিশু উপার্জনমূলক কাজে তাদের শ্রম বিভিন্ন ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। যদিও অবস্থা ভেদে তাদের কাজের ধরণ আলাদা হয়। যে শিশুরা বাড়ির কাজে কিছুটা সময় ব্যয় করে তারা সামাজিক সমস্যার কারণ হয় না। কারণ তারা বাড়ীতে কাজ করছে পারিবারিক উপযোগিতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু যে সব শিশু শ্রমিক অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক কারণে পড়াশোনা বাদ দিয়ে শ্রম বিত্রি(করতে বাধ্য হয়(সেই সব শিশু শ্রমিক সাময়িক সমস্যার কারণ হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় দরিদ্র পরিবারে এই ধরণের শিশু শ্রমিকের প্রকৃতি এবং তাদের ওপর পরো(ভাবে সামাজিক শোষণ কতটা, তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

শিশু শ্রমিকের বয়স সীমা ধরা হয়েছে ৬ থেকে ১৪ বৎসর, কারণ ভারতে এই সময়টাই হল বাধ্যতামূলক শি(ার বয়স সীমা। মুর্শিদাবাদ জেলায় বিশেষতঃ জঙ্গীপুর মহকুমায় শিশু শ্রমিকের ত্র(ম সম্প্রসারণ যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। এই মহকুমায় ল()করা গিয়েছে, একদিকে পরিবারের আর্থিক কারণে শিশু শ্রমিকের যোগান হয় অন্যদিকে পরিবারের বয়স্ক লোকেরা তাঁদের শ্রমের বদলে বিশ্রাম বেশী পছন্দ করে বলেই পরিবারে শিশু শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে। ভারতের বিভিন্ন অসংগঠিত শিল্প (েত্রে শিশু শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধির এটি অন্যতম কারণ।

অন্যান্য অনেক অঞ্চলের মতো মুর্শিদাবাদ জেলাতেও অনেক শিশুকে বাস স্ট্যাণ্ডে, রেলওয়ে স্টেশনে বা কোন মেলায় বাদাম ভাজার প্যাকেট অথবা চানাচুরের প্যাকেট বিত্র(য় করতে দেখা যাচ্ছে। এই প্রবণতা ত্র(মশ বাড়ছে। অতি নিম্ন বিত্তের পরিবারের শিশুরাই এই কাজ করছে। পরিবারের জীবনধারণের প্রয়োজনেই নয়, কিছুটা পরিবারের কর্তাদের চালেই এরা এই

ধরণের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এই সব ৬ থেকে ১২ বছরের শিশুরা বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে। কিছু রোজগার করছে। আবার ত্র(মশ দুষ্টু চত্রে(র পথে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এদেরকে যদি বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়, তাহলে পরিবারের জীবনধারণে বিশেষ অসুবিধা হয় না। এই (ে ত্রে বেসরকারী সংগঠনের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। এই ধরণের সংগঠন এই সব শিশুদের অব(য়ের পথ থেকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে। এশিয়ার অনেক দেশেই এই ধরণের কার্যকলাপ করা হচ্ছে।

জঙ্গীপুর মহকুমায় বিশেষতঃ বিড়ি উৎপাদন (ে ত্রে এই অবস্থাই ঘটেছে। এই অঞ্চলে শিশু শ্রমিক সম্প্রসারণের সামাজিক কারণগুলি হল (১) দারিদ্র (২) শ্রমিকদের বাজারের ধরণ (৩) পরিবারের আয়তন (৪) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। এ ছাড়াও বিশেষ ধরণের উৎপাদন প্রত্রি(য়া বিড়ি শিল্পে শিশুশ্রমিক বৃদ্ধির কারণ।

১৯৯১ সালে জনগণনা অনুসারে জঙ্গীপুর মহকুমায় প্রায় ১২ ল(লোকের মধ্যে প্রায় চার ল(লোক বিড়ি উৎপাদনের উপর প্রত্য(বা পরো(ভাবে নির্ভরশীল। বিভিন্ন বিড়ি কোম্পানীর কাছ থেকে ছোট ছোট বিড়ি ফার্মের মালিক বিড়ি উৎপাদনের কাঁচা উপকরণগুলি নিজ নিজ পরিবারে নিয়ে আসে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদিত বিড়ি জমা দিয়ে হাজার প্রতি নির্দিষ্ট হারে মজুরী নেয়। জঙ্গীপুর মহকুমায় এই হচ্ছে বিড়ি উৎপাদনের সাধারণ প্রত্রি(য়া। বিড়ি ফার্মের ছোট ছোট মালিকেরা পরিবারে বিড়ির উপকরণগুলি নিয়ে আসার পর শু(হয় উৎপাদন করার কাজ। এইখানেই শিশু শ্রমিকেরা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পরিবারের কর্তা অনেক(ে ত্রেই অন্য কোন কাজে নিয়োজিত হয়ে যায়। পরিবারের বয়স্ক মেয়েরা বাড়ীর অন্যান্য কাজ করতে ব্যস্ত থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত দ্রব্য দিয়ে মজুরী পাওয়ার জন্য পরিবারের কর্তারা পরিবারের শিশুদের বাধ্য করে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে। সমী(া করে দেখা গেছে, বেশীর ভাগ (ে ত্রে কন্যা-শিশুদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে বিড়ি উৎপাদনের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। সমী(ায় দেখা যায় এই মহকুমার মোট বিড়ি শ্রমিকের মধ্যে অন্তত ৪০ শতাংশ শিশু শ্রমিক। এবং তাদের মধ্যে কন্যা-শিশু শ্রমিকের সংখ্যা আপে(কভাবে বেশী। ল(্যণীয় হল, এই সব কন্যা শিশু শ্রমিক যখন গৃহবধূ হয়ে অন্য পরিবারে যায় তখন তারাও তাদের কন্যা শিশুদের একই কাজ করতে বাধ্য করায়। এই মহকুমায় দীর্ঘ ৭০ বছরে বিড়ি উৎপাদন ব্যবস্থার ইতিহাস এই একই অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

শিশু শ্রমিক ও বিড়ি উৎপাদন শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক বি(-ষণ করলে কয়েকটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এগুলি হ'ল ঃ—

(১) পারিবারিক বিড়ি উৎপাদন ব্যবস্থায় শিশু শ্রমিকেরা অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

(২) শিশু ত্র(মশ এই বিষয়টিকে তাদের পারিবারিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করে।

(৩) শিশু শ্রমিকেরা তখনই উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে যখন পরিবারের বয়স্করা অন্যকাজে ব্যস্ত থাকে।

(৪) বাড়ীর বয়স্কদের চেয়ে কন্যা শিশুদের এই উৎপাদনের গতি তুলনামূলকভাবে বেশী।

(৫) কন্যা শিশু-শ্রমিকেরা যখন পরিবারে এই ধরণের কাজে লিপ্ত থাকে তখন অনেক (ে ত্রেই পু(ষ শিশুরা বিদ্যালয়ে পড়তে যায়। সমী(ায় দেখা যায়, বিদ্যালয়ে না যাওয়া কন্যা শিশু সংখ্যা এই অঞ্চলে বেশী।

(৬) ল(্য করা যায়, একটি শিশু ৬-৭ঘণ্টা ত্র(মান্বয়ে বিড়ি উৎপাদনে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতে বাধ্য হয়—এর ফলে তাদের ওপর মানসিক চাপ পড়ে যা মানসিক রোগের কারণ হয়।

(৭) অন্যান্য শ্রমিকের মতো শিশু-শ্রমিকেরা এই উৎপাদন সংত্র(ান্ত বিভিন্ন রোগে আত্র(ান্ত হয়।

(৮) বিড়ি উৎপাদনের মাধ্যমে আয়ের নিশ্চয়তা থাকায় এই সব দরিদ্র পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আপে(ক ভাবে বেশী।

(৯) এর ফলে দারিদ্রের দুষ্টু চত্র(জালে এই সব পরিবারের ব্যক্তি(গণ আবর্তিত হয়। শিশুরাও এই আবর্তে বদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়।

যেহেতু এই অঞ্চলে অশি(ার হার বেশী, কিন্তু জনঘনত্ব রয়েছে-সেইজন্য শ্রম নিবিড় অন্য কোন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। যদিও বিষয়টি স্বল্পকালীন সমাধান সংত্র(ান্ত বিষয় নয়। সম্প্রতিক কালে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার ফলে এই অঞ্চলে অতি নিম্নবিত্ত পরিবারের মধ্যে কিছুটা সচেতনতা এসেছে। অর্থনীতির ভাষায় 'অনুকরণ প্রবৃত্তি' এ(ে ত্রে কাজ করছে। একটি পরিবারের ছেলে এবং মেয়ে যখন বিদ্যালয়ে গিয়ে সমাজের গতিশীল প্রবাহে মিলে যাচ্ছে তখন অন্য পরিবারের ছেলে মেয়েরাও প্রভাবিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সমী(াতে এই বিষয়টি ল(্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ একটি ইতিবাচক গুণক প্রত্রি(য়া কাজ করছে। এর ফলে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কমে এসেছে। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যায়। গত কয়েক বছরের মধ্যে জঙ্গীপুর মহকুমার বড় বড় বিড়ি শিল্পের মালিকেরা তাদের মূলধনের একটা বড় অংশ অন্য উৎপাদন (ে তে বিনিয়োগ করছে। কারম বিড়ির ভবিষ্যৎ চাহিদা কমতে পারে। এর ফলে বিড়ি শিল্পকে কেন্দ্র করে যে ধরণের শিশু শ্রমিকের সম্প্রসারণ ঘটেছিল তা স্বাভাবিকভাবেই ত্র(মশ কমছে। যে শিশুরা পারিবারিক কারণে বাধ্য হচ্ছিল বিড়ি উৎপাদনে যুত্র(হতে তারা এখন বিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে বলা যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

কর্মী জনসংখ্যা জীবিকার ধরণ ঃ

১। সেন্সাস ১৯৫১, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকস, মুর্শিদাবাদ।
২। সেন্সাস ১৯৬১, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ।
৩। সেন্সাস ১৯৭১, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ।
৪। সেন্সাস ১৯৮১, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ।
৫। ডিস্ট্রিবিউশান অব্ ওয়ার্কারস অ্যান্ড নন ওয়ার্কারস অ্যান্ড ব্রড ক্লাসিফিকেশন অব্ দি ওয়ার্কিং পপুলেশন, সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া ২০০১, সিরিজ ২০, ওয়েস্ট বেঙ্গল।

জীবিকার ধরণ ও প্রবণতা ঃ

১। ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক ১৯৭১, মুর্শিদাবাদ, সিরিজ ২২, ওয়েস্ট বেঙ্গল।
২। ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক ১৯৮১, মুর্শিদাবাদ, সিরিজ ২২, ওয়েস্ট বেঙ্গল।
৩। ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক ১৯৯১, মুর্শিদাবাদ, সিরিজ ২২, ওয়েস্ট বেঙ্গল।
৪। জেলা জনগণনা দপ্তর প্রদত্ত ২০০১ এর জনগণনার খসড়া তথ্য।

কৃষিচ্যুতির মাত্রা ঃ

১। ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক, ১৯৯৩।
২। ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক, ১৯৯৯, ২০০০।

জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ঃ

১। এস্টিমেট্স অব্ স্টেট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ডোমেসটিক প্রোডাক্ট অব্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ১৯৯৩-৯৪ টু ২০০০-২০০১, ব্যুরো অব্ অ্যাপ্-ায়েড ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০২

মানব উন্নয়ণ সূচক ঃ

১। সচ্চিদানন্দ দত্তরায় - মানব উন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গের জেলাচিত্র, সেরিবান, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০২
২। বিśেজিৎ চ্যাটার্জী ও দিলীপ কুমার ঘোষ - ইন সার্চ অব্ এ ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স, স্টেট ইন স্টিটিউশন অব্ পঞ্চায়েত অ্যান্ড (রাল ডেভেলপমেন্ট, অক্টোবর, ২০০১

স্বনিযুক্তি(প্রকল্পে মহিলাদের কর্মসংস্থান ঃ

রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর প্রকাশিত গ্রামোন্নয়ন সংত্র(ান্ত বইগুলির এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী।

শিশু শ্রমিক ঃ একটি অঞ্চল ভিত্তিক সমী(া ঃ

১। ৮৩ তম আই ই এ কনফারেন্সে পঠিত ডঃ কিশোরকুমার রায়চৌধুরীর গবেষণাপত্র।
২। ৮৩ তম আই ই এ কনফারেন্স পঠিত ডঃ পি কে চ্যাটার্জীর এবং অ(ণ কুমার নন্দীর গবেষণাপত্র।
৩। এন এস এস ও রিপোর্ট নং ৪০৯, এমপ্-য়মেন্ট অ্যান্ড আনএমপ্-য়মেন্ট ইন ইন্ডিয়া ১৯৯৩, ৯৪, ডিপার্টমেন্ট অব্ স্ট্যাটিসটিক্স, ভরত সরকার মার্চ ১৯৯৭।